অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : হোসিয়া

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : হোসিয়া

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

প্রথম আয়াত – "বেরির ছেলে হোসিয়ার উপর মাবুদের কালাম নাজেল হল," এটি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য নবীদের মত হোসিয়াকে লেখক হিসেবে সনাক্ত করেছে। এই নামের একই নমুনা অনুসরণ করে কিতাবের নাম-করণ করা হয় (তুলনা করুন যোয়েল ১:১; মিকাহ্‌ ১:১; সফনিয় ১:১; মালাখি ১:১)। পয়দায়েশ ২৬:৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বেরি হল হিট্টীয় নাম। সম্ভবত বর্তমান কালে পাক-কিতাব থেকে সন্তানদের নামকরণ করার মত এটি ছিল প্রচলিত রীতির প্রদর্শন। যেহেতু হোসিয়া ১-৩ অধ্যায় থেকে হোসিয়া ৪-১৪ অধ্যায় সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, তাই সমগ্র কিতাবটির উপরে হোসিয়ার লেখকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটি অনাবশ্যক। শেষোক্ত অংশটিতে তাঁর লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার অপরিহার্য বার্তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে, যদিও এতে বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

সময়কাল

সাধারণত পুরাতন নিয়মের নবীদের তাঁদের তবলিগের তারিখ ঐ সময় রাজত্বকারী বাদশাহ্‌দের রাজত্বের সময়ের সঙ্গে যুক্ত করা হত। হোসিয়ার সময়ে এহুদার বাদশাহ্‌ ছিলেন উষিয়, যোথম, আহস এবং হিষ্কিয়। ইসরাইলের বাদশাহ্‌ ছিলেন (হোসিয়া কিতাবে উত্তরের রাজ্যকে "আফরাহীম" নামেও অভিহিত করা হয়েছে; ৪:১৭ আয়াত) যোয়াশের ছেলে ইয়ারাবিম। ইয়ারাবিমের রাজত্বের শেষ বছর ছিল ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অপর দিকে হিষ্কিয়ের রাজত্বের শেষ বছর ছিল ৬৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তাই হোসিয়ার তবলিগ কার্য এই সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। নবীর পক্ষে তবলিগ কাজ এত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না (৬৬ বছর); কিন্তু ৩৫ বছর তবলিগ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, তিনি অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরে তবলিগ কাজ করেন। ইসরাইলের ইতিহাসে পূর্বের বন্দীদশার জন্য এই সময়টি ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ এবং কঠিন সময়।

বিষয়বস্তু

হোসিয়া পরিবার ও স্বভাব থেকে উপমা দিয়ে ইসরাইলের অবিশ্বস্ততার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ইসরাইল ছিল এই রকম: বিশৃঙ্খল স্ত্রী, উদাসীন মা, অবৈধ সন্তান, অকৃতজ্ঞ পুত্র, একগুঁয়ে বকনা বাছুর, নির্বোধ ঘুঘু, অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আঙ্গুর গাছ এবং মরুভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে এমন আঙ্গুর। তথাপি ইসরাইলের অব-াধ্যতা এবং অবিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌র নাজাতের মহব্বত থেকে সরে যাওয়া যথেষ্ট ছিল না যা মানুষের কল্পনা শক্তির বাইরে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

হোসিয়া কিতাবের উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি একটির পর একটি যুক্ত হয়ে কাজ করেছে। এই সব খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরে বাল দেবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক এবং নবী হোসিয়ার চিন্তা ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী সময় নতুন আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ ৩য় তিগ্লৎ পিলেষরের (৭৪৫-৭২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) উত্থানের সাক্ষ্য রয়েছে। তিনি বিভিন্ন দক্ষ বাদশাহ্‌দের অনুসরণ করেছিলেন যারা একশত বছরের অধিক কাল ধরে সমগ্র প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের (পরবর্তী এতে মিসর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) উপর আশেরিয়ার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে নবী হোসিয়ার জীবন কালে ফিলিস্তিন এবং এর আশেপাশের রাজ্য সমূহে আশেরিয়ার সৈন্যদের কমপক্ষে ছয় বার অপ্রতিরোধ্যভাবে হঠাৎ আক্রমণের ঘটনা হোসিয়ার কাছে ছিল প্রাসঙ্গিক বিষয়। বিজয় এবং নির্বাসন কিতাবের অন্তর্গত সময়ের ফল ছিল অত্যন্ত ভীতিকর। বহু বছর ধরে ইসরাইলের উপরে ঝুলে থাকা ভয় (বিশেষ করে উত্তর রাজ্য) এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিপ্লব ও পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। ৩০ বছরের মধ্যে জাতির ছয় জন বাদশাহ্‌ ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে তাদের সময় পার করেছিল। জাকারিয়া (৭৫৩ খ্রী.পূ.) মাত্র ছয় মাস ক্ষমতায় থাকার পর খুন হয়েছিলেন। অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখলকারী শাহ্লুম এক মাস পর গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক খুন হন। এর পরবর্তী বাদশাহ্‌ মনহেম (৭৫২-৭৪২ খ্রী.পূ.) তিগ্লৎ পিলেষরকে দুঃসহ কর প্রদান করার কারণে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর পুত্র পকহিয় (৭৪২-৭৪০ খ্রী.পূ.) মাত্র দুই বছর রাজত্ব করার পর সেনাপতি পেকহ (৭৪০-৭৩২ খ্রী.পূ.) তাঁকে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে পেকহ হোসিয়া কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল। আশেরিয়ার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ দক্ষিণ রাজ্যের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছিল (৭৩২-৭২২ খ্রী.পূ.)।

এই বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ ৩০ বছর সময়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যর্থতা সর্বনাশা ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রমাণ করে। এই সময়ের ঘটনাগুলো

হোসিয়ার মধ্যে প্রভাব ফেলে, যার প্রধান শ্রোতারা ছিল আফরাহীম (ইসরাইলের উত্তর রাজ্য), যার কথা কিতাবে ৩৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ের ঘটনাগুলো যেভাবে হোসিয়াকে প্রভাবিত করেছিল এতে ঠিক কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় তার চিন্তার মধ্যে ছিল সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। যদিও এখানে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু এখানে মতৈক্যের অভাব আছে। তবে বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলো পাঠকদের উপলব্ধি করার অক্ষমতা নবীর বাণীকে নিস্প্রভ করে নি। তিনি যে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হল, আল্লাহ্‌র কাছে ইসরাইলের ফিরে আসার বিষয়টি দেখা।

হোসিয়ার প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল বাল দেবতার পূজা – স্বধর্ম ত্যাগ, যা ইসরাইলের জন্য উভয় সঙ্কটের কারণ ছিল বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে আবহাওয়া দেবতা হিসেবে বাল দেবতার পূজা করা হত। এই দেবতা কৃষি ও উর্বরতা, বৃষ্টিপাত ও উৎপাদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই বাল দেবতার পূজা ছিল অপরিসীম। কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দিরে বাল দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন বাল পিয়োর (৯:১০) এবং বাল গাদ (ইউসা ১১:১৭)। আর এখান থেকেই কখনো কখনো বাল দেবতাকে বহু বচন হিসেবেও দেখানো হয়েছে (কাজী ২:১১; ৩:৭; ৮:৩৩)। যদিও এখানে এই ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু নবীর বাণীর মধ্যে বাল দেবতার পূজা সম্পর্কিত প্রধান ধারণা পাওয়া যায়: মানবীয় যৌনতার প্রতি ধর্মের আবেদন (তুলনা করুন ইশাইয়া ৫৭:৩-১০)। অপর দিকে এমন মাতলামি, পাশবিকতা, মানুষ বলি দেওয়া, অঙ্গ ছেদন করা এবং রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা – এই কিতাবে দেখা যায়। কিন্তু হোসিয়া বুঝেছিলেন যে, যৌনতার প্রতি বাল দেবতার পূজার আবেদন ধর্মীয় আচারে আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ্যাবৃত্তির প্রবর্তন করেছে।

এক একটি অ-ইহুদী মন্দিরে এত ব্যাপক যৌন সংসর্গ খুব সম্ভবত অনুকরণ প্রবণ জাদুর মত কাজ করেছিল। এই সব মন্দিরে এই প্রত্যাশায় বাল দেবতার উদ্দেশে যৌন সংসর্গ করা হত যেন এবাদতকারীদের উৎপাদন করতে সক্ষম বীজ ও উত্তম শস্যের জন্য বৃষ্টি প্রদান করার ব্যাপারে দেবতা তাদের প্রতি মনোযোগ দেয়। এই যৌন সংসর্গ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বেশ্যাবৃত্তিকে স্থান করে দিয়েছিল (৪:১৪)। যখন কোন পূজাকারী বেশ্যাবৃত্তিকে বেছে নেয় সে পূজার সময় মিনতি করে বলে, "আমি মিনতি করে প্রার্থনা করছি যাতে বাল দেবতা আপনাকে ও আমাকে অনুগ্রহ করে।" উপাসনার অংশ হিসেবে মন্দিরে খাওয়া-দাওয়া এবং মদ্যপান করা হত। হোসিয়া তাঁর জ্ঞান দ্বারা যা বুঝেছিলেন তা ছিল খুব জোরালো। আর তা হল, আল্লাহ্‌র লোকেরা মাবুদের সঙ্গে অবশ্যই পুনর্মিলিত হবে। এই বিষয়ে ইসরাইলের অতীতকে মনে করিয়ে দেবার জন্য হোসিয়া তাদের কাছে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসরাইল জাতি বাল দেবতার পূজা করার কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিল। বাল দেবতার পূজার দ্বারা তারা যে কেবল দশ হুকুমনামার প্রথম হুকুমটি অমান্য করেছিল তা নয় (হিজ ২০:৩), কিন্তু এটি ছিল সেই ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যা আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই জন্য মূর্তিপূজা রূহানিক জেনা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটি মাবুদ এবং ইসরাইলের মধ্যে বিবাহের চুক্তি অগ্রাহ্য করার মত (হিজ ৩৪:১১-১৬; লেবীয় ১৭:৭; ২০:৪-৬; দ্বি.বি. ৩১:১৬)। নবী অসন্তোষের বাণী দিয়ে মাবুদের আসন্ন শাস্তির ঘোষণা দেন, যা একগুঁয়ে স্ত্রীর চরম অকৃতজ্ঞতার জন্য জমা হয়ে আছে। মাবুদ তাঁর লোকদের জন্য যে শাস্তি দিতে চান সেটিই চূড়ান্ত ছিল না। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা তাদের জেনার সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করে এবং এমন একজনের কাছে ফিরে আসে যিনি তাদের প্রথমে ভালবেসেছিলেন এবং যা তাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক তা যথার্থভাবে তাদের প্রদান করতে সমর্থ।

মূল বিষয়বস্তু

১. হোসিয়া বারবার পঞ্চকিতাব থেকে উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্কের ভিত্তি (১:১০; ২:৯-১০, ১৮; ৪:৩; ৬:৭, ৯; ৭:১০; ৮:৪-৬; ৯:৬-১০, ১৪; ১০:৯-১০; ১১:১-৪, ৮; ১২:২-৫, ৯-১০, ১২-১৩; ১৩:৪-৬, ১৫)।
২. "আমি" উত্তম পুরুষ হিসেবে আল্লাহ্‌র এই উক্তি দিয়ে হোসিয়া আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যা কিতাবে প্রায় একশ বার উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. হোসিয়ার ব্যক্তিগত জীবন চরিত দিয়ে মাবুদের সহানুভূতির দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হয়েছে (১-৩)।
৪. বিচ্ছিন্ন অবস্থা বা নির্বাসন, যা ইসরাইলের উপরে নেমে আসছে, এর অর্থ হল পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ (১:৬-৭; ২:১৪-২৩; ৩:১-৩; ৫:৬–৬:৩; ১১:৮-১১; ১২:৯)।

নাজাতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার

মাবুদ ইসরাইলের যোয়াল নিজের উপরে নিয়েছেন এবং কখনো তাদের উপরে তা চাপিয়ে দেন নি। এমন কি উত্তরের রাজ্যের চরম অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাদের উপর কোন ভার চাপিয়ে দেন নি। ভয়ানক শাস্তি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি ইসরাইলকে তার অবিশ্বস্ততা থেকে পরিষ্কৃত করবেন। মাবুদের দিকে উত্তর রাজ্যের ফিরে আসার ফলে লোকেরা নিশ্চয়ই দাউদের গৃহের দিকে ফিরবে (৩:৫), যা তারা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ মসীহের সময়ে করবে।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
কিতাবের সামগ্রিক চিত্র হল ভবিষ্যদ্বাণী এবং কিতাবের অধিকাংশই শেষ বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, যেখানে নাজাত সম্পর্কে খুব অল্পই দৈববাণী করা হয়েছে। এর প্রধান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রহসন বা বিদ্রূপ (এক্ষেত্রে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিক্ত)। কার্যত সমগ্র কিতাবটি কাব্যিক ঢংয়ে সাজানো হয়েছে। সমগ্র কিতাবের আইনগত এবং বিচারিক অভিযোগ ছিল এমনই যে, আল্লাহ্‌ যেন তাঁর চুক্তির লোকদের বিরুদ্ধে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থিত করছেন।
কবিতার সুস্পষ্টতা এবং অলংকারপূর্ণ ভাষা হল কিতাবের আকর্ষণীয় বিষয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আল্লাহ্‌র লোকেরা হল অবাধ্য বাছুর বা বুনো আঙ্গুর। যদিও কেবল প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ব্যর্থতা এবং হোসিয়া ও গোমরের মধ্যে পুনঃস্থাপিত বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু শরীয়তের রূপক উপমান হিসেবে অবিশ্বস্ত স্ত্রীর সম্পর্কে সমগ্র কিতাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের বিশাল তালিকা যা আল্লাহ্‌ ইসরাইলের বিরুদ্ধে এনেছেন তা আল্লাহ্‌র কৃত অভিযোগের রূপক অর্থে অব্যহতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বার বার ঘটে যাওয়া বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (১) কাজের প্রকাশিত তালিকা এবং মনোভাব যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিল; (২) লোকেরা যারা আল্লাহ্‌কে অগ্রাহ্য করেছে, তারা তাঁর কাছ থেকে যা গ্রহণ করতে পারে বলে প্রত্যাশা করছে তার বর্ণনা, এবং (৩) সেই সমস্ত লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং অনুগ্রহের প্রমাণ বা সাক্ষ্য যা সেই সমস্ত লোকেরা পাওয়ার জন্য যোগ্য ছিল না।

নবী হোসিয়ার সময়কার মধ্য প্রাচ্য
৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
আশেরীয় সাম্রাজ্যের কাছে সামেরিয়ার পতনের সময় দশ বছর ধরে হোসিয়া ইসরাইল এবং এহুদার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। উত্থান ঘটা এই প্রাচীন সাম্রাজ্য ইয়ারাবিম এবং অসরিয় বাদশাহ্‌র রাজত্বের সময় থেকে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পায়। আশেরিয়া অবশেষে উর থেকে আরারাত এবং আরারাত থেকে মিসর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্য প্রাচ্য দখল করেছিল।

নবী হোসিয়ার সময়কার ইসরাইল ও এহুদা রাজ্য
৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
ইসরাইল এবং এহুদা রাজ্যে ঘোরতর রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে নবী হোসিয়া ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। তাঁর তবলিগের প্রথম ভাগে ২য় ইয়ারাবিমের মাধ্যমে পুনঃজাগরণের সংক্ষিপ্ত সময়ের সাক্ষ্য দেন, যিনি ইসরাইলের পক্ষে সিরিয়ার পুণ্যবান লোককে বন্দী করেন। দুই দশকের মধ্যে ইসরাইল এবং সিরিয়া এহুদা আক্রমণ করে, কিন্তু আশেরিয়া পর্যায়ক্রমে ইসরাইল আক্রমণ করে এবং গালীল ও গিলিয়দ দখল করে। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চূড়ান্তভাবে আশেরিয়া সামেরিয়া দখল করে এবং ইসরাইলের অন্যান্য অঞ্চল করে তা নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রধান আয়াত: "পরে মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি পুনরায় গিয়ে প্রেমিকের প্রিয়া অথচ জেনাকারীণী এক জন স্ত্রীকে মহব্বত কর; যেমন মাবুদ বনি-ইসরাইলকে মহব্বত করেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফিরে থাকে এবং আঙ্গুরের পিঠা ভালবাসে" (৩:১)।

প্রধান প্রধান লোক: হোসিয়া, গোমর ও তার ছেলেমেয়েরা।

প্রধান প্রধান স্থান: উত্তরের রাজ্য ইসরাইল, সামেরিয়া, আফরাহীম।

কিতাবটির রূপরেখা:
১) হযরত হোসিয়ার ছেলেমেয়েদের নামের মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে বাতিল ঘোষণা করা (১:১-৯ আয়াত)।
২) ইসরাইলের শাস্তি ও পুনস্থাপনের ওয়াদা (১:১০–২:২৩ আয়াত)।
৩) হযরত হোসিয়ার স্ত্রীর মুক্তি হল ইসরাইলের ফিরে আসবার ছবি (৩ অধ্যায়)।
৪) আল্লাহ্‌ও লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অভিযোগ (৪–১০ অধ্যায়)।
৫) আল্লাহ্‌র গজবের মধ্যেও তাঁর দয়া (১১–১৩ অধ্যায়)।
৬) তওবা করে আল্লাহ্‌র দোয়া লাভ করবার জন্য বনি-ইসরাইলদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা (১৪ অধ্যায়)।

হযরত হোসিয়া

হযরত হোসিয়া ইসরাইলে (উত্তরের সাম্রাজ্যে) ৭৫৩-৭১৫ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	ইসরাইলের শেষ ছয় বাদশাহ্ ছিল বিশেষভাবে মন্দ প্রকৃতির; তারা ভারী কর বসিয়েছিল, গরীবদের উপর নিপীড়ন, মূর্তি পূজা এবং আল্লাহ্কে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা সমর্থন করেছিল। ইসরাইল সেই সময় আশেরীয়ার অধীনে ছিল এবং তাদেরকে কর দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এতে তাদের অবশিষ্ট সম্পদসমূহ শেষ হয়ে গিয়েছিল।
মূল বার্তা	ইসরাইলের লোকেরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছিল, যেভাবে একজন জেনাকারী মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে। আল্লাহ্কে এবং স্বদেশীদেরকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার জন্য যারা জীবিত ছিল তাদের উপর বিচারদন্ড নেমে আসা নিশ্চিত ছিল। ৭২২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ইসরাইল আশেরীয়ের কাছে পতিত হয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার করেছিল।
বার্তার গুরুত্ব	যখন আমরা গুনাহ্ করি তখন আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। আমাদের সবাইকে গুনাহের জন্য আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে, কিন্তু যারা আল্লাহ্র ক্ষমার খোঁজ করে তাদেরকে অনন্ত বিচার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।
সমসাময়িক নবীগণ	ইউনুস (৭৯৩-৭৫৩ খ্রীঃপূঃ), আমোস (৭৬০-৭৫০ খ্রীঃপূঃ), মিকাহ্ (৭৪২-৬৮৭ খ্রীঃপূঃ), ইশাইয়া (৭৪০-৬৮১ খ্রীঃপূঃ)

রূহানিক অবিশ্বস্ততা

রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা অনেক ভাবে একই প্রকৃতির এবং উভয়ই বিপদজনক। আল্লাহ্ তাঁর লোকদের প্রতি হতাশ হয়েছিলেন কারণ তারা তাঁর বিরুদ্ধে রূহানিক জেনা করেছিল, যেভাবে হোসিয়ার বিরুদ্ধে গোমর শারীরিক জেনা করেছিল।

সমান্তরাল	বিপদ
রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা উভয়ই আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে।	যখন আমরা কি করছি তা পুরোপুরি জেনে শুনেই আল্লাহ্র আইন ভঙ্গ করি, তখন আমাদের হৃদয় গুনাহের বিষয়ে কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়।
রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা উভয়ই হতাশা এবং অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয়– বিদ্যমান সম্পর্কে বাস্তবে অথবা চিন্তায়।	আল্লাহ্ হতাশ করে, এই অনুভূতি আপনাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। হতাশা এবং অতৃপ্তির অনুভূতি হচ্ছে স্বাভাবিক এবং যখন তা সহ্য করা হয় তখন তা চলে যাবে।
রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা উভয়ই শুরু হয় যখন একে অন্যের প্রতি নিবেদনের কোন বিষয় আমাদের মধ্য থেকে চলে যায়।	ভালবাসা থেকে আমাদের বিমুখ হওয়া হচ্ছে আমাদের অন্ধ করার প্রথম ধাপ যা আমাদেরকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।
রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা উভয়ই অবনতির মধ্য দিয়ে যায়। এটি সাধারণত ঝোঁকের বশে কোন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে হয় না।	প্রক্রিয়াটি বিপদজনক কারণ আপনি সবসময় এটি অনুধাবন করতে পারবেন না যতক্ষণ না অনেক দেরী হয়ে যায়।
রূহানিক জেনা এবং শারীরিক জেনা উভয়ই এই কল্পনা তৈরি করে যে, নতুন যে ভালবাসার জিনিস তা আপনার জন্য কি করতে পারে।	নতুন সম্পর্ক কি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কল্পনা অবাস্তব প্রত্যাশার জন্ম দেয় এবং বিদ্যমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুই হতাশার দিকে নিয়ে যায়।

বাধ্যতা বনাম উৎসর্গ বা কোরবানী

আল্লাহ্ অনেকবার বলেছেন যে, যখন আমরা আমাদের উপহার এবং উৎসর্গ রীতি এবং ভণ্ডামীর মধ্য দিয়ে দেই সেগুলো তিনি চান না। আল্লাহ্ চান আমরা যেন প্রথমে তাঁকে ভালবাসি এবং মান্য করি।

১ শামুয়েল ১৫:২২,২৩	কোরবানী বা উৎসর্গের চেয়ে বাধ্যতা উত্তম।
জবুর ৪০:৬-৮	আল্লাহ্ পোড়ানো-কোরবানী বা উৎসর্গ চান না; তিনি আমাদের কাছ থেকে সারা জীবন সেবা চান।
জবুর ৫১:১৬-১৯	আল্লাহ্ আক্ষেপের প্রতি আগ্রহী নন; তিনি একটি ভাঙ্গা এবং অনুতপ্ত হৃদয় চান।
ইয়ার ৭:২১-২৩	তিনি যা চান তা কোরবানী নয়; তিনি আমাদের বাধ্যতা চান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আমাদের আল্লাহ্ হবেন এবং আমরা তাঁর লোক হব।
হোসিয়া ৬:৬	আল্লাহ্ কোরবানী চান না; তিনি আমাদের ভালবাসাপূর্ণ বিশ্বস্ততা চান। তিনি পোড়ানো কোরবানী চান না; তিনি চান আমরা যেন তাঁকে স্বীকার করি।
আমোস ৫:২১-২৪	আল্লাহ্ অভিনয় এবং ভণ্ডামী ঘৃণা করে; তিনি দেখতে চান যে, ন্যায়বিচার নদীর স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে।
মিকাহ্ ৬:৬-৮	আল্লাহ্ কোরবানীর দ্বারা সন্তুষ্ট হন না; তিনি চান আমরা যেন পক্ষপাতহীন এবং ন্যায়পরায়ণ এবং দয়াবান হই এবং নম্রতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে গমনাগমন করি।
মথি ৯:১৩	আল্লাহ্ কোরবানী চান না; তিনি চান আমরা যে দয়াবান হই।

হোসিয়া কিতাবে বিচারের এবং নাজাতের চক্র

বিচার	১:২-৯; ২:২-১৩; ৪:১-৫:১৪; ৬:৪-১১:৭; ১১:১২-১৩:১৬
নাজাত/উদ্ধার	১:১০-২:১; ২:১৪-৩:৫; ৫:১৫-৬:৩; ১১:৮-১১; ১৪:১-৯

আল্লাহ্ বিচার করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু দয়া করারও প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখানে আপনি দেখতে পারবেন হোসিয়াতে বিচারের বা নাজাতের চক্র। বিচারের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রতিনিয়ত ক্ষমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দ্বারা অনুসৃত।

১ ১ এহুদার বাদশাহ্ উষিয়, যোথম, আহস ও
হিষ্কিয়ের সময়ে এবং যোয়াশের পুত্র
ইসরাইলের বাদশাহ্ ইয়ারাবিমের সময়ে মাবুদের
এই কালাম বেরির পুত্র হোসিয়ার কাছে নাজেল
হল।

হোসিয়ার বিয়ে ও পরিবার

২ মাবুদ যখন প্রথমে হোসিয়ার সঙ্গে কথা
বলেন, তখন মাবুদ হোসিয়াকে বললেন, তুমি
যাও, জেনাকারী স্ত্রী ও জেনার সন্তানদের গ্রহণ কর,
কেননা এই দেশ মাবুদের কাছ থেকে সরে
যাওয়ায় ভয়ানক জেনা করছে। ৩ তাতে তিনি
গিয়ে দিব্লায়িমের কন্যা গোমরকে গ্রহণ
করলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য
পুত্র প্রসব করলো।
৪ তখন মাবুদ তাঁকে বললেন, তুমি ওর নাম
যিষ্রিয়েল রাখ, কেননা অল্পদিন পরে আমি যেহূর
কুলকে যিষ্রিয়েলের রক্তপাতের ফল ভোগ করাব
এবং ইসরাইল-কুলের রাজ্য শেষ করবো। ৫ আর
সেদিন আমি যিষ্রিয়েল-উপত্যকাতে ইসরাইলের
ধনুক ভেঙ্গে ফেলব।
৬ পরে সেই স্ত্রী পুনর্বার গর্ভধারণ করে কন্যা
প্রসব করলো; তাতে মাবুদ হোসিয়াকে বললেন,
তুমি তার নাম লো-রুহামা [অনুকম্পিতা নয়]
রাখ, কেননা আমি ইসরাইল-কুলের প্রতি আর
অনুকম্পা করবো না, কোনক্রমে তাদের গুনাহ্
মাফ করবো না। ৭ কিন্তু এহুদা-কুলের প্রতি
অনুকম্পা করবো এবং তাদেরকে তাদের আল্লাহ্
মাবুদ উদ্ধার করবেন; ধনুক বা তলোয়ার বা যুদ্ধ
বা ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ার দ্বারা উদ্ধার করবো
না।
৮ পরে সে লো-রুহামাকে স্তন্যপান ত্যাগ
করিয়ে গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্র প্রসব
করলো। ৯ তখন মাবুদ বললেন, তুমি তার নাম
লো-অম্মি [আমার লোক নয়] রাখ; কেননা
তোমরা আমার লোক নও এবং আমিও
তোমাদের পক্ষ হব না।

ইসরাইলের পুনঃস্থাপন

১০ কিন্তু বনি-ইসরাইলদের সংখ্যা সমুদ্রের
সেই বালুকণার মত হবে, যা পরিমাণ ও গণনা
করা যায় না। আর এই কথা যে স্থানে তাদেরকে
বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার লোক নও,' সেই
স্থানে তাদেরকে বলা যাবে, 'জীবন্ত আল্লাহ্‌র

[১:১] ইশা ১:১; মীখা ১:১।
[১:২] দ্বি:বি ৩১:১৬; ইয়ার ৩:১৪; ইহি ২৩:৩-২১; হোশেয় ৫:৩।
[১:৪] আয়াত ১১; ১শামু ২৯:১; ১বাদশা ১৮:৪৫; ২বাদশা ১০:১-১৪; হোশেয় ২:২২।
[১:৫] ইউসা ১৫:৫৬; ১শামু ২৯:১; ২বাদশা ১৫:২৯।
[১:৬] হোশেয় ২:৪।
[১:৭] জাকা ৪:৬।
[১:৯] আয়াত ১০; ইহি ১১:১৯-২০; ১পিতর ২:১০।
[১:১০] পয়দা ২২:১৭; ইয়ার ৩৩:২২।

১:১ মাবুদের কালাম। ইয়ারমিয়া (১:২, ৪), ইহিস্কেল (১:৩), যোয়েল (১:১), ইউনুস (১:১; ৩:১), মিকাহ্ (১:১), সফনিয় (১:১), হগয় (১:১, ৩; ২:১, ১০, ২০), জাকারিয়া (১:১, ৭; ৯:১; ১২:১) এবং মালাখি (১:১), তাদের মত একই ভাবে নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হোসিয়া নামের অর্থ "নাজাত"। *উষিয়।* রাজত্বকাল ৭৯২-৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; তিনি অসরিয় নামেও পরিচিত (২ বাদশাহ্ ১৪:২১ আয়াত দেখুন)। *যোথম।* ৯৬০-৯৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *আহস।* ৭৩৫-৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *হিষ্কিয়।* ৭২৯-৬৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কেউ কেউ একই সময় রাজত্ব করেন, আহস এবং হিষ্কিয়ের শাসনকালও দীর্ঘ ছিল (ইশা ৩৬:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ইয়ারাবিম।* বাদশাহ্ দ্বিতীয় ইয়ারাবিম, ৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। হোসিয়া ছিলেন নবী ইশাইয়া, নবী আমোজ এবং নবী মিকাহ্‌র সমসাময়িক। তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম আয়াতে একই রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়।

১:২ জেনাকারী স্ত্রীলোক বিবাহ করেন। দেখুন ভূমিকা: মূল বিষয়বস্তুসমূহ। *অবিশ্বস্ততা।* একটি মহা গুনাহ্ যা মাবুদ নবী হোসিয়ার মাধ্যমে ইসরাইলকে অভিযুক্ত করেছেন (হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:৩ গোমর। এই কিতাবের বাইরে কোথাও এই নামের উল্লেখ নেই। *তাকে।* ৬ আয়াত এবং ৯ আয়াতে এই শব্দটি বর্জন করার দ্বারা বুঝায় যে, গোমরের পরের দুই সন্তানের পিতা হোসিয়া নন।

১:৪ যিষ্রিয়েল। এই শব্দের অর্থ হল "আল্লাহ্ ছড়িয়ে আছেন," শাসনকারী রাজবংশের উপরে নেমে আসা শাস্তির কথা জোরালো ঘোষণা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (১১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ২:২)। ২য় ইয়ারাবিম ছিলেন যেহূর রাজবংশ (৮৪১-৮১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। যা আহাবের পুত্র যোরামকে হত্যার মাধ্যমে যিষ্রিয়েলে স্থাপিত হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ৯:১৪-২৯; এছাড়া দেখুন ১ বাদশাহ্ ১৯:১৬-১৭ আয়াত ও নোট)। যেহূর রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জাকারিয়ার হত্যার মাধ্যমে (২ বাদশাহ্ ১৫:৮-১০)।

১:৫ ইসরাইলের ধনুক। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ সামেরিয়া অবরোধ করার পর তা দখলের মাধ্যমে ইসরাইলের সামরিক ক্ষমতা ৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় (২ বাদশাহ্ ১৭:৫-৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। *যিষ্রিয়েল উপত্যকা।* এটি মগিদ্দোর পূর্বে অবস্থিত। এটি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার একমাত্র পথ ছিল, ইসরাইলের পথিকদের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পথ ছিল এবং এই জন্য প্রাচীনকালে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র।

১:৬ লো-রুহামা। এই নাম মহব্বতের বিপরীত অবস্থাকে উপস্থাপন করে (অনুকম্পা) যা আল্লাহ্ অতীতে ইসরাইলের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন (দেখুন হিজ ৩৩:১৯; দ্বি.বি. ৭:৬-৮ আয়াত ও নোট)। কিন্তু পরবর্তী সময় যা আবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (২:২৩ আয়াত দেখুন)।

১:৭ কিন্তু। ১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *এহুদা … আমি উদ্ধার করবো।* আল্লাহ্‌র লোকেরা আশেরীয়দের কাছ থেকে মাবুদের দ্বারা ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং পুনর্বার ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উদ্ধার পায় (দেখুন ২ বাদশাহ্ ১৯:৩২-৩৬)।

১:৯ লো-অম্মি। এই নাম মাবুদ ও ইসরাইলের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক ভঙ্গ করার অর্থকে বোঝায় (হিজ ৬:৭; ইয়ার ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন), যা পরবর্তী সময় পুনরায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে (১০; ২:১, ২৩; এই অংশের নোট দেখুন)। প্রথম সন্তান থেকে দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে আরও কঠিন অবস্থা ঘটবে বলে সতর্কবাণী করা হয়েছে।

১:১০ রোমীয় ৯:২৩; ১ পিতর ২:১০ আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন) এবং এটি অ-ইহুদীদের উদ্দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তির ভীতি প্রদর্শন (৪-৬, ৯ আয়াত) কেবল মাত্র সমায়িক এবং দোয়ার সময় চলে আসবে। *সমুদ্রের বালুকনা।* হযরত ইব্রাহিম ও হযরত

সন্তান।’ ১১ আর এহুদার ও ইসরাইলের লোকেরা
একসঙ্গে সংগৃহীত হবে এবং নিজেদের উপর এক
জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করবে এবং সেই দেশ
থেকে যাত্রা করবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ
হবে।

গুনাহ্‌, শাস্তি ও মুক্তি

২ ১ তোমরা নিজেদের ভাইদেরকে অম্মি
[আমার লোক] ও নিজেদের বোনদেরকে
রুহামা [অনুকম্পিতা] বল।
২ তোমরা ঝগড়া কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে
ঝগড়া কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয় এবং
আমিও তার স্বামী নই; সে তার দৃষ্টি থেকে তার
পতিতাবৃত্তি এবং তার স্তন-যুগলের মধ্য থেকে
তার জেনা দূর করুক। ৩ নতুবা আমি তাকে
বিবস্ত্রা করবো, সে জন্মদিনে যেমন ছিল, তেমনি
করে তাকে রাখবো এবং তাকে মরুভূমির সমান
ও মরুভূমির মত করবো, তৃষ্ণা দ্বারা হত্যা
করবো। ৪ আর তার সন্তানদেরকে অনুকম্পা
করবো না, কারণ তারা জেনার সন্তান।
৫ বাস্তবিক তাদের মা জেনা করেছে, তাদের
গর্ভধারিণী লজ্জাকর কাজ করেছে; কেননা সে
বলতো, আমি আমার প্রেমিকদের পিছনে পিছনে
গমন করবো, তারাই আমাকে খাদ্য ও পানি,
ভেড়ার লোম ও মসীনা, তেল ও পানীয় দ্রব্য
দেয়। ৬ এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দ্বারা তার পথ
রোধ করবো ও তার চারদিকে প্রাচীর গাঁথব,
তাতে সে তার পথের সন্ধান পাবে না। ৭ সে
আপন প্রেমিকদের পিছনে পিছনে দৌড়ে যাবে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না; সে তাদের খোঁজ
করবে, কিন্তু সন্ধান পাবে না। তখন সে বলবে,
আমি ফিরে আমার প্রথম স্বামীর কাছে যাব;
কেননা এখনকার চেয়ে তখন আমার পক্ষে মঙ্গল
ছিল। ৮ সে তো বুঝত না যে, আমিই তাকে
সেই শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল দিতাম এবং তার
রূপা ও সোনার বৃদ্ধি করতাম– যা তারা
বালদেবের জন্য ব্যবহার করেছে।
৯ অতএব আমি শস্যের সময়ে আমার শস্য ও
আঙ্গুর-রসের ঋতুতে আমার আঙ্গুর-রস ফিরিয়ে
নেব এবং যা তার লজ্জা নিবারণ করতো, আমার
সেই ভেড়ার লোম ও মসীনা তুলে নেব।

[১:১১] ইশা ১১:১২, ১৩।
[২:১] ১পিতর ২:১০।
[২:২] আয়াত ৫; ইশা ৫০:১; হোশেয় ১:২; ৪:৫।
[২:৩] ইহি ১৬:৩৭।
[২:৪] ইহি ৮:১৮; হোশেয় ১:৬।
[২:৫] ইয়ার ৪৪:১৭-১৮।
[২:৬] আইউ ৩:২৩; ১৯:৮; মাতম ৩:৯।
[২:৭] হোশেয় ৫:১৩।
[২:৮] ইশা ১:৩।
[২:৮] শুমারী ১৮:১২।
[২:৮] দ্বি:বি ৮:১৮।
[২:৯] হোশেয় ৯:২।

ইয়াকুবের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা দেখুন (পয়দা ২২:১৭; ৩২:১২; তুলনা করুন ইয়ার ৩৩:২২ আয়াত ও নোট; ইবরানী ১১:১২ আয়াত)। *জীবন্ত আল্লাহ্‌র সন্তান।* জেনার সন্তানের সঙ্গে তুলনা করুন (২:৪; তুলনা করুন ১:২ আয়াত)। *জীবন্ত আল্লাহ্‌।* দেবতাদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে – কারণ তারা কেউ আল্লাহ্‌ নয় (দ্বি.বি. ৩২:১৭ আয়াত দেখুন)।

১:১১ একত্রে সংগৃহীত হবে। ইসরাইল এবং এহুদা পুনরায় একটি জাতিতে পরিণত হবে। *সেই দেশ থেকে।* সম্ভবত যে দেশে তারা বন্দীদশায় ছিল (তুলনা করুন হিজ ১:১০ আয়াত)। অন্য আরেকটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাটি থেকে বের হয়ে আসা চারা গাছের মত তাদের উত্থান ঘটবে। *যিষ্রিয়েল।* এখানে “আল্লাহ্‌ ছড়িয়ে আছেন,” এই কথা (৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন) বপন অথবা রোপন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম সন্তানের নামের অর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে (২:২১-২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:১ আমার লোক ... আমার অনুকম্পিতা। নবী হোসিয়ার সন্তানদের নামের সঙ্গে নেতিবাচক (লো = নয়; ১:৬, ৯ আয়াত ও নোট দেখুন) যে অর্থ যুক্ত হয়েছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

২:২ আল্লাহ্‌ হোসিয়ার সন্তানদের সঙ্গে গোমর ও ইসরাইলদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে কথা বলেছেন। *আমার স্ত্রী নয়।* অবিশ্বস্ততার জন্য বিবাহ ভেঙ্গে যায়, তালাক নয় কিন্তু পুনর্মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষী হল।

২:৩ সাধারণত একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিয়ে থাকে, অর্থাৎ তার পোশাকেরও সংস্থান করে থাকে (দেখুন হিজ ২১:১০; ইহি ১৬:১০ আয়াত) এবং এখানে তার অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পেয়েছে (দেখুন ইয়ার ১৩:২৬; ইহি ১৬:৩৯ আয়াত)। *বিবস্ত্র।* ইসরাইলের মত, যখন মাবুদ তাকে মিসরে গোলামি করা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং যখন তার কিছুই ছিল না (তুলনা করুন ইহি ১৬:৪-৮; নাহূম ৩:৫)।

২:৪ জেনার সন্তান। আয়াত ১:২ দেখুন ও নোট দেখুন। এই কথাটি “জীবন্ত আল্লাহ্‌র সন্তান” কথার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করে (১:১০; তুলনা করুন ১১:১ আয়াত)।

২:৫ পিছন পিছনে গমন। হোসিয়ার স্ত্রী অন্য পুরুষদের দিকে ছুটে চলছিল (দেখুন আয়াত ১৩; ইয়ার ৩:২; ইহি ১৬:৩৩-৩৪)। *প্রেমিকরা।* দেখুন আয়াত ৭, ১০। এটি কেনানীয় দেবতাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে (বাল দেবতা), সাধারণত যাদের পূজা করা হত উর্বর কৃষি জমি পাওয়ার আশায় (হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তারাই আমাকে আমার খাদ্য ও পানীয় দেয়।* ইউগেরিটিক টেক্সট বলে যে, শস্য এবং বৃষ্টি বাল দেবতা দেয়। *ভেড়ার লোম ... মসীনা ... তেল ... পানীয় দ্রব্য।* ইসরাইল দেশের কৃষিজাত পণ্য। ইসরাইল তার দোয়ার প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানে না।

২:৬ আমি কাঁটা দ্বারা তার পথ রোধ করব ... তার চারদিকে প্রাচীর গাঁথব। ইসরাইল মৃত্যু দ্বারা আরও বেশি শাস্তি পাবে (দ্বি.বি. ২২:২১; ইহি ১৬:৩৭-৪০; ২৩:৪৭; নাহূম ৩:৫-৭); মাবুদ তাকে বিচ্ছিন্ন করবেন।

২:৭ খোঁজ করবে। দেখুন ৫:৬, ১৫ আয়াত (খোঁজ করা)। *সন্ধান পাবে না।* ৫:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *ফিরে যাওয়া।* হিব্রু ভাষায় সচরাচর এই শব্দটি “অনুতাপ” হিসেবে অর্থ প্রকাশ করে। *আমার স্বামী।* মাবুদ আল্লাহ্‌।

২:৮ সে বুঝতো না। কেনানীয়দের মধ্যে বসবাস করার সময় বনি-ইসরাইলরা বাল দেবতার কাছে শস্য, নতুন আঙ্গুর রস ও তেল উৎসর্গ করেছে (দেখুন ৭:১৩; যোয়েল ১:১০; হগয় ১:১১ আয়াত ও নোট)। *রূপা ও সোন।* মূর্তি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হত (দেখুন ৮:৪; ১৩:২ আয়াত)। *বাল দেবতা।* কেনানীয় দেবতা, কেনানীয়রা বিশ্বাস করতো যে এই দেবতা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং শস্যের ফলন, প্রাণী ও মানুষের বংশ বৃদ্ধি করে (কাজী ২:৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

২:৯ ফিরিয়ে নেব। ভূমির ফল এবং ভেড়ার পাল তুলে নেওয়ার দ্বারা এই সকল দোয়ার প্রকৃত উৎস কি তা মাবুদ জ্ঞাত করবেন।

গোমর

গোমর নামের অর্থ, সম্পূর্ণ, নিঃশেষিত। সে দিব্লায়িমের কন্যা, নবী হোসিয়ার স্ত্রী (হোসিয়া ১:৩)। গোমর এমন একটি যুবতী মেয়ে ছিল যে সেই সময়ে কুখ্যাত ছিল। আমরা জানি না নবী হোসিয়ার সময়ে সে ইতিমধ্যেই একজন বেশ্যা ছিল নাকি একজন সুন্দরী যৌবনবতী কন্যা ছিল যার ঘরে মন বসতো না। তবে সে একজন দীর্ঘ সময়ের সম্পর্ক স্থাপনকারী মেয়ে হিসাবে অর্থাৎ বিয়ের করে ঘর-সংসারের জন্য বিপদজনক ছিল। নবী হোসিয়া যখন বেশ্যা হিসাবে তার সঙ্গে মিলিত হবার পরিবর্তে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে তখন খুবই বিস্মিত হয়েছিল। সেই সময়ে সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসারে তার পিতা দিব্লায়িম ও হোসিয়া এই বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন, গোমরের কোন মতামত না নিয়েই। তার পিতা হয়তো তার কাঁধ থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য উৎগ্রীব ছিল।

হোসিয়া গোমরকে ভালবেসেছিলেন। খুব সম্ভবত গোমরের মন তার স্বামীর প্রতি দোটানায় ভরা ছিল। দৃশ্যতঃ বিয়ের পর গোমরের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু তবুও সেটা বিশৃঙ্খল ছিল। সে তিনবার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম দিয়েছিল। হোসিয়া নিশ্চিত ছিলেন না যে, এই সন্তান তাঁর নাকি অন্য পুরুষের কিন্তু তিনি তাঁর বলেই দাবী করেছিলেন ও তাদের নামকরণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারেই হয়েছিল। ইসরাইল সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ঘোষণা ছিল হোসিয়ার বিবাহিত জীবনে গোমরার অবিশ্বস্ততার ছবি। তাদের তৃতীয় সন্তানের জন্মের কিছু সময় পর, গোমর আবারও বেশ্যার জীবনে ফিরে যায়। হোসিয়া আবারও তাকে সেখান থেকে ক্রয় করে ফিরিয়ে আনেন। নবী তাকে বিশ্বস্ত থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

গোমর এসব সত্ত্বেও কি অনুভব করেছিল? আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে নবী হোসিয়া কিভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, সে আবারও অবিশ্বস্ত হবে? হোসিয়ার আত্ম-উৎসর্গমূলক বিশ্বস্ততার বিপরীতে গোমর কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? এসব কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। হোসিয়া যখন তাকে মুক্ত করলেন, তারপর আর তার কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই কিতাবে শেষ বারের মত তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে নীরব আশার বাণী দিয়ে। যদি সে হোসিয়ার ভালবাসার প্রতি সাড়া দেয় তবে তাদের বিবাহিত জীবন আবার একত্রে গড়া হবে।

সম্ভবত গোমরের সেদিন যে অনুভূতি ছিল আজ আমাদের অনুভূতিও সেই রকম। আমরাও যখন আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পরি, আল্লাহ্ তখনও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসায় অটল থাকেন ও বিশ্বস্ত থাকেন। গোমরের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও যেমন তাকে ভালবেসে মুক্ত করা হয়েছিল আজও আল্লাহ্ আমাদের মত গুনাহ্‌গার মানুষকে ভালবেসে কাছে ডেকে নেন ও তাঁর পুত্রের রক্তে আমাদের মুক্ত করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- যদিও অতীতে তার জীবনে অনেক লজ্জাপূর্ণ কাজ ছিল কিন্তু তাঁর স্বামীর আত্ম-উৎসর্গমূলক কাজের জন্য ভবিষ্যতে বিশ্বস্ত জীবনের আশা আছে।

তাঁর জীবনে যে সব ভুল দেখা যায়:

- যদিও সে মা হয়েছিল তবুও একটি বাছ-বিচারহীন জীবন-ধারা তার মধ্যে গঠিত হয়েছিল এবং সেই কারণে সে মা হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নি।
- সে বেশ্যার দাসত্বের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- অবিশ্বস্ততা আমাদের সততার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাদেরকে ভালবাসতে অন্যকে থামাতে পারে না।
- যদিও আমরা আমাদের উদ্দোমতা জানি ও আমাদের স্বভাব গুনাহের দিকে বাঁকানো দেখতে পাই তবুও আল্লাহ্‌র ভালবাসা আমাদের প্রতি উম্মুক্ত রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** ইসরাইলে
- **কাজ:** স্ত্রী, বেশ্যা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: দিব্লায়িম, স্বামী: হোসিয়া, ছেলে: যিষ্রিয়েল, লো-অম্মি, মেয়ে: লো-রুহামা

মূল আয়াত: "মাবুদ যখন প্রথমে হোসিয়ার সঙ্গে কথা বলেন, তখন মাবুদ হোসিয়াকে বললেন, তুমি যাও, জেনাকারী স্ত্রী ও জেনার সন্তানদের গ্রহণ কর, কেননা এই দেশ মাবুদের কাছ থেকে সরে যাওয়ায় ভয়ানক জেনা করছে" (হোসিয়া ১:২)।

গোমরের কথা হোসিয়া ১:১-৩:৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০ এখন আমি তার প্রেমিকদের সাক্ষাতে তার
ভ্রষ্টতা প্রকাশ করবো; কেউ তাকে আমার হাত
থেকে উদ্ধার করবে না। ১১ আর আমি তার সমস্ত
আমোদ, তার উৎসব, অমাবস্যা, বিশ্রামবার ও
ঈদগুলো বন্ধ করে দেব। ১২ আর আমি তার
আঙ্গুরলতা ও সমস্ত ডুমুর গাছ বিনষ্ট করবো, যার
বিষয়ে সে বলেছে, 'এই সব আমার পুরস্কার,
আমার প্রেমিকেরা তা আমাকে দিয়েছে'; কিন্তু
আমি এসব অরণ্যে পরিণত করবো, আর মাঠের
পশুগুলো সেসব খেয়ে ফেলবে। ১৩ আর আমি
বাল-দেবতাদের সময়ের প্রতিফল তাকে ভোগ
করাব, যাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত ও আংটি
ও গহনা-গাঁটি নিজেকে সাজিয়ে প্রেমিকদের
পিছনে গমন করতো এবং আমাকে ভুলে
থাকতো, মাবুদ এই কথা বলেন।
১৪ অতএব দেখ, আমি তাকে প্ররোচিত করে
মরুভূমিতে আনবো, আর চিত্ততোষক কথা
বলবো। ১৫ আর আমি সেই স্থান থেকে তার
আঙ্গুরক্ষেত এবং আশাদ্বার বলে আখোর
উপত্যকা তাকে দেব; এবং সে সেখানে সাড়া
দেবে, যেমন যৌবনকালে, যেমন মিসর থেকে
বের হয়ে আসার দিনে করেছিল।
১৬ আর মাবুদ বলেন, সেই দিনে সে আমাকে
'ঈশী' [আমার স্বামী] বলে সম্বোধন করবে; কিন্তু
'বালী' [আমার নাথ] বলে আর সম্বোধন করবে
না। ১৭ কারণ আমি তার মুখ থেকে বালদেবদের
নাম দূর করবো, তাদের নাম নিয়ে তাদের আর
স্মরণ করা হবে না। ১৮ আর সেদিন আমি
লোকদের জন্য মাঠের পশু, আসমানের পাখি ও
ভূমির সরীসৃপগুলোর সঙ্গে নিয়ম করবো; এবং
ধনুক, তলোয়ার ও যুদ্ধের সাজ-পোশাক ভেঙ্গে
দেশের মধ্য থেকে দূর করে দেব ও তাদেরকে
নিশ্চিন্তে শয়ন করাব। ১৯ আর আমি চিরকালের
জন্য তোমাকে বাগ্‌দান করবো; হ্যাঁ, ধার্মিকতা,
ন্যায়বিচার, অটল মহব্বত ও বহুবিধ করুণায়
তোমাকে বাগ্‌দান করবো। ২০ আমি বিশ্বস্ততায়
তোমাকে বাগ্‌দান করবো, তাতে তুমি মাবুদকে
জানবে।

[২:১০] ইয়ার ১৩:২৬।
[২:১১] ইশা ১:১৪; ইয়ার ১৬:৯; আমোষ ৫:২১; ৮:১০।
[২:১২] ইশা ৭:২৩; ইয়ার ৮:১৩।
[২:১৩] ইয়ার ৭:৯।
[২:১৪] ইহি ১৯:১৩।
[২:১৫] ইউসা ৭:২৪, ২৬।
[২:১৬] ইশা ৫৪:৫।
[২:১৭] হিজ ২৩:১৩; জবুর ১৬:৪।
[২:১৮] আইউ ৫:২২।
[২:১৯] ইশা ৬২:৪; ২করি ১১:২।
[২:২০] ইয়ার ৩১:৩৪; হোশেয়

২:১০ তার ভ্রষ্টতা প্রকাশ পাবে। লোকদের সামনে অবিশ্বস্ত স্ত্রীর লজ্জা প্রকাশ পাবে (মাতম ১:৮; ইহি ১৬:৩৭; ২৩:২৯)। *কেউ তাকে উদ্ধার করবে না।* বাল দেবতার কোন ক্ষমতা নেই।

২:১১ সমস্ত আমোদ, তার উৎসব ... বন্ধ করব। বন্দীদশায় থাকার এই সমস্ত আনন্দপূর্ণ কালগুলো হবে কেবলই স্মৃতি। *বাৎসরিক উৎসবসমূহ।* দেখুন হিজ ২৩:১৪-১৭; দ্বি.বি. ১৬:১৬ আয়াত ও নোট। *অমাবস্যা।* ২ বাদশাহ্ ৪:২৩; ইশা ১:১৪; আমোস ৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *বিশ্রামবার।* দেখুন হিজ ২০:৮-১১।

২:১২ প্রেমিকদের কাছ থেকে পাওয়া বেতন। পতিতার বেতন (দেখুন আয়াত ৫; ৯:১; দ্বি.বি. ২৩:১৮; ইহি ১৬:৩৩; মিকাহ্ ১:৭)। ইসরাইল তার উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল মিথ্যা দেবতার কাছে প্রদান করে মাবুদের চেয়ে সে আরও বেশি এবাদত করেছে (দেখুন দ্বি.বি. ১১:১৩-১৪)।

২:১৩ সময়। উৎসবের সময়। *বাল দেবতাদের।* দেখুন আয়াত ১৭; ১১:২। নবী হোসিয়া এখানে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, স্থানীয় অনেক মন্দিরে মূর্তি ছিল (কাজী ২:১১-১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ২:২৩, ২৮ আয়াত ও নোট দেখুন; ৯:১৪)। *পিছনে গমন।* আয়াত ৫ ও নোট দেখুন। *ভুলে থাকত।* নবী হোসিয়ার কিতাবের (আয়াত ২০ ও নোট দেখুন) "স্বীকার করে নেওয়ার" বিপরীত (১৩:৪-৬ আয়াত দেখুন এবং ১৩:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এছাড়া ইশা ১২:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১৪ মরুভূমিতে। দ্বিতীয় বাগদানের জন্য (আয়াত ১৯-২০ দেখুন)। এটি অতীতে ইসরাইলের মরুভূমিতে ভ্রমণের সময়, কেনান দেশে বাল দেবতার দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার পূর্বের বিষয় সম্পর্কে বলেছে। *চিত্ততোষক কথা।* পুনরায় আশ্বাস প্রদান, উৎসাহ, সান্ত্বনা (তুলনা করুন পয়দা ৩৪:৩; রূত ২:১৩; ইশা ৪০:২)। বিচারের মধ্যে আল্লাহ্ অব্যাহতভাবে মহব্বত দেখিয়ে যান।

২:১৫ আখোর উপত্যকা। জেরিকোর কাছে (দেখুন ইউসা ৭:২৪, ২৬; ইশা ৬৫:১০)। যেভাবে নবী তার সন্তানদের নামের অর্থ বিপরীত করেছেন ঠিক একই রকম আখোরের অর্থ যখন আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞাত দেশে তাঁর লোকদের প্রথম বিচার করেন – নতুন সুযোগের নিদর্শনের জন্য।

২:১৬-১৭ স্বামী ... নাথ ... বালদেবদের। কথার দ্বারা অভিনয়। স্বামীর দুটি শব্দ, একটি (নাথ) বাল দেবতার নামের একই অর্থ প্রকাশ করে (১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। বাল দেবতার পূজার বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে যে, হিব্রুতে "নাথ" শব্দটি মাবুদের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই ব্যবহার করা যাবে না।

২:১৮ নিয়ম করব। দেখুন ৬:৭; ৮:১ আয়াত। মাঠের পশু, ১২ আয়াতের ধ্বংসের মাধ্যম, একই ভাবে পাখি এবং সরীসৃপ আর ভীতিকর জীবন কাটাবে না। শান্তির চিত্রের মধ্যে যুক্ত আছে প্রকৃতি এবং ইতিহাস (ইশা ১১:৬-৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ৬৫:২৫)। *ধনুক, তলোয়ার এবং যুদ্ধক্ষেত্র।* ১:৫, ৭ আয়াত দেখুন। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। *দেশ।* ইসরাইল (দেখুন ১:২; ৪:১, ৩; ৯:৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ১০:১)। *নিশ্চিন্তে শয়ন করবে।* দেখুন ইয়ার ৩৩:১৬; ইহি ৩৪:২৪-২৮ আয়াত।

২:১৯ ধার্মিকতা। দেখুন ১০:১২; জবুর ৪:১; ইয়ার ২৩:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *ন্যায় বিচার।* আমোস ৫:২৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *মহব্বত।* দেখুন ৪:১; ৬:৪ আয়াত; ১০:১২ আয়াত ও নোট। *বহুবিধ করুণা।* করুণা তুলে নিয়ে আল্লাহ্ যে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এটি তার বিপরীত (১:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। লো-রুহামা নামের অর্থ "করুণার পাত্র নয়," "অনুকম্পিতা নয়" (তুলনা করুন জবুর ৫১:১; ১০৩:৩-১৪)।

২:২০ বিশ্বস্ততা। নির্ভরযোগ্যতা (দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৪; জবুর ৮৮:১১)। *স্বীকার করা।* হিব্রু ভাষায় এই শব্দ ঘনিষ্ঠ যৌন সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয় (পয়দা ১৯:৮; শুমারী ৩১:১৮-১৮, ৩৫ [একত্রে শয়ন]) কিন্তু এটি চুক্তির অংশীদারের কার্যকর স্বীকৃতির বিষয়টিকেও বোঝায় (৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন; ৮:২; ১৩:৪ আয়াত দেখুন)।

২১ আবার মাবুদ বলেন, সেই দিনে আমি উত্তর
দেব; আমি আকাশকে উত্তর দেব, আসমান
ভূতলকে উত্তর দেবে; ২২ ভূতল শস্য, আঙ্গুর-রস
ও তেলকে উত্তর দেবে এবং এসব যিষ্রিয়েলকে
উত্তর দেবে। ২৩ আমি নিজের জন্য তাকে দেশে
রোপণ করবো, যে 'অনুকম্পিতা নয়,' তাকে
অনুকম্পা করবো এবং যে 'আমার লোক নয়,'
তাকে বলবো, তুমি আমার লোক এবং সে
বলবে, তুমি আমার আল্লাহ্।

স্ত্রীর সঙ্গে হযরত হোসিয়ার মিলন

৩ ১ পরে মাবুদ আমাকে বললেন, তুমি
পুনরায় গিয়ে প্রেমিকের প্রিয়া অথচ
জেনাকারীণী এক জন স্ত্রীকে মহব্বত কর; যেমন
মাবুদ বনি-ইসরাইলকে মহব্বত করেন, যদিও
তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফিরে থাকে এবং
আঙ্গুরের পিঠা ভালবাসে। ২ তাতে আমি পনের
রূপার মুদ্রা দিয়ে এবং এক হোমর যব ও অর্ধেক
হোমর যব দিয়ে তাকে নিজের জন্য ক্রয়
করলাম। ৩ আর আমি তাকে বললাম, 'তুমি
অনেক দিন পর্যন্ত আমার জন্য বসে থাকবে,
জেনা করবে না ও কোন পুরুষের স্ত্রী হবে না;
এবং আমিও তোমার প্রতি তেমনি ব্যবহার
করবো।' ৪ কেননা বনি-ইসরাইল বাদশাহ্‌হীন,
শাসনকর্তাহীন, কোরবানীহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ
বা মূর্তিহীন হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বসে
থাকবে। ৫ পরে বনি-ইসরাইল ফিরে আসবে,
নিজেদের আল্লাহ্ মাবুদ ও নিজেদের বাদশাহ্
দাউদের খোঁজ করবে এবং পরবর্তীকালে সভয়ে
মাবুদ ও তাঁর মঙ্গলভাবের আশ্রয় নেবে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

৪ ১ হে বনি-ইসরাইল, তোমরা মাবুদের
কালাম শোন, কেননা দেশ-নিবাসীদের
সঙ্গে মাবুদের ঝগড়া আছে, কারণ দেশে
বিশ্বস্ততা নেই, রহম নেই, আল্লাহ্‌র জ্ঞানও

৪:১; ৬:৬; ১৩:৪।
[২:২১] ইশা ৫৫:১০; জাকা ৮:১২; মালা ৩:১০-১১।
[২:২২] ইয়ার ৩১:১২; হোশেয় ১৪:৭; যেয়েল ২:১৯।
[২:২৩] ইয়ার ৩১:২৭।
[৩:১] হোশেয় ১:২।
[৩:৪] দানি ১১:৩১; হোশেয় ২:১১।
[৩:৫] দ্বি:বি ৪:২৯; ইশা ৯:১৩; ১০:২০; হোশেয় ৫:১৫; মীখা ৪:১-২।
[৪:১] আইউ ১০:২; ইয়ার ২:৯।

২:২১ সাড়া। স্ত্রীলোকটি (ইসরাইল জাতি) স্বামীর শাস্তি প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল (আয়াত ১৫ দেখুন); এখন আল্লাহ্‌ও তার নতুন আচরণে সাড়া প্রদান করছেন। ভূমিও আসন্ন উৎপাদনশীলতার দ্বারা উত্তর দেবে (২১, ২২ আয়াত দেখুন)।

২:২২ যিষ্রিয়েল। এখান "আল্লাহ্‌র রোপণ" অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (২৩ আয়াত দেখুন; এছাড়া দেখুন ১:৪, ১১ আয়াত ও নোট)। সন্তানদের নামের দ্বারা ভয়ের যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছিল তা এখন দোয়ার দিকে ফিরেছে (১:১০ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। নিয়মের সম্পর্কের বর্ণনার মৌলিক উক্তি ছিল "আমি তোমাদের আল্লাহ্ হব এবং তোমার আমার লোক হবে" (ইয়ার ৭:২৩; হিজ ৬:৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; জাকা ৮:৮)।

২:২৩ আমার লোক ... আমার আল্লাহ্। ২২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *তুমি আমার আল্লাহ্।* লোকেরা আল্লাহ্‌র দয়াশীলতার প্রতি সাড়া দিল। এই আয়াতের আংশিক রোমীয় ৯:২৫-২৬ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে (এই অংশের নোট দেখুন), ১ পিতর ২:১০ আয়াত এবং মণ্ডলীতে অ-ইহুদীদের আগমনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩:১ আমাকে বললেন। ৩ অধ্যায়টি উত্তম পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, ১ অধ্যায়টি প্রথম পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। *তুমি পুনরায় গিয়ে ... তোমার স্ত্রীকে মহব্বত কর।* অবিশ্বস্ত গোমরের জন্য নবী হোসিয়ার মহব্বত ছিল অবিশ্বস্ত ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বতের দৃষ্টান্ত। ইসরাইলের জন্য আল্লাহ্‌র মহব্বত হল (১১:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ১৪:৪) হোসিয়া কিতাবের মূল বিষয়বস্তু। *অন্য দেবতাদের।* হিজ ২০:৩; দ্বি.বি. ৩১:২০। *আঙ্গুরের পিঠা।* ফসল কাটার জন্য বাল দেবতার কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসর্গ।

৩:২ গোমর স্পষ্টত একজন বাঁদীতে পরিণত হয়েছিল এবং নবী হোসিয়া তাকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে ফিরিয়ে আনেন। *পনের শেকল।* গোলামদের প্রচলিত মূল্যের অর্ধেক (হিজ ২১:৩২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন) অথবা স্ত্রীলোকদের মানতের অর্ধেক হোমর (লেবীয় ২৭:৪ আয়াত দেখুন)। এতে প্রকাশ পায় যে, তার মূল্যের অর্ধেক টাকায় (রৌপ্য) পরিশোধ করা হয়েছে এবং ত্রিশ শেকলের সর্বমোট মূল্যের অর্ধেক যব প্রদান করে পরিশোধ করা হয়েছে।

৩:৩-৫ বন্দীদশা এবং প্রত্যাবর্তনের চিত্র।

৩:৩ বসে থাকবে। একাকী বাস করার সময়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে (২:৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন), ইসরাইলের বন্দীদশার সঙ্গে তুলনীয়। *অনেক দিন।* চিরকাল নয়। "পরে" (আয়াত ৫) হবে ভবিষ্যৎ (দেখুন ইয়ার ২৯:১১ আয়াত)।

৩:৪ বাদশাহ্। দেখুন ১:৪; ৫:১; ৮:৪, ১০; ১০:১৫; ১৩:১০-১১ আয়াত। *শাসনকর্তা।* দেখুন ৭:৩, ৫; ৮:৪; ১৩:১০ আয়াত। *কোরবানি বিহীন।* দেখুন ৬:৬; ৮:১১, ১৩ আয়াত। *পবিত্র স্তম্ভ।* দেখুন ১০:১-২; ১ বাদশাহ্ ১৪:২৩ আয়াত ও নোট; ২ বাদশাহ্ ১৭:১০; মিকাহ্ ৫:১৩ আয়াত। *এফোদ।* এখানে মূর্তির সাদৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (দেখুন কাজী ৮:২৭; ১৭:৫ আয়াত ও নোট)। *পারিবারিক দেবমূর্তি।* দেখুন পয়দা ৩১:১৯, ৩০, ৩৪ আয়াত; এর সাথে ৩১:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:৫ ফিরে আস। হোসিয়া কিতাবে ব্যবহৃত মৌলিক শব্দ (দেখুন ২:৭ [ফিরে যাব]; ৫:৪; ৬:১; ৭:১০; ১১:৫; ১২:৬; ১৪:১-২)। *খোঁজ করবে।* ইসরাইলের খোঁজ করবে (৫:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন) যা তার বর্তমানের বিদ্রোহের বিপরীত (৭:১০)। *মাবুদ তাদের আল্লাহ্।* দেখুন ১২:৯; ১৩:৪; ইয়ার ৫০:৪। *দাউদ তাদের বাদশাহ্।* দাউদের রাজবংশ থেকে মসীহ্-বাদশাহ্ আসবেন (ইয়ার ৩০:৯; ইহি ৩৪:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। বাদশাহ্ সোলায়মানের মৃত্যুর পর (উত্তর রাজ্য) দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্‌গণ মন্দতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। *তার মঙ্গলভাব।* আঙ্গুরলতা, ডুমুর গাছ, যা বিনষ্ট হয়েছে (২:১২) এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত দান তুলে নেওয়া হয়েছে (তুলনা করুন ইয়ার ৩১:১২-১৪)। *শেষ কালে।* হিব্রুতে এই শব্দগুচ্ছ ১৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো কখনো ভবিষ্যৎ অর্থে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (ভবিষ্যতে, পয়দা ৪৯:১); কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ সময় মসীহী যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে ("তারপরে," যোয়েল ২:২৮; তুলনা করুন প্রেরিত ২:১৭; ইব ১:২)।

৪:১ কালাম শোন। ইয়ার ২:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট

নেই। ২ শপথ, মিথ্যা কথা, খুন, চুরি ও জেনা
চলছে, লোকেরা জুলুম করে এবং রক্তপাতের
উপরে রক্তপাত হয়। ৩ এজন্য দেশ শোকাকুল
হবে এবং মাঠের পশু ও আসমানের পাখিসহ
দেশনিবাসীরা সকলে ম্লান হবে, আর সমুদ্রের
সমস্ত মাছও মরে যাবে। ৪ তবুও কেউ ঝগড়া না
করুক ও কেউ অনুযোগ না করুক; কারণ
তোমার জাতি ইমামের সঙ্গে বিবাদকারী
লোকদের মত। ৫ আর তুমি দিনে হোঁচট খাবে ও
নবী রাতের বেলায় তোমার সঙ্গে হোঁচট খাবে
এবং আমি তোমার মাকে বিনাশ করবো।
৬ জ্ঞানের অভাবের দরুন আমার লোকেরা বিনষ্ট
হচ্ছে; তুমি তো জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ, এজন্য
আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করলাম, তুমি
আর আমার ইমাম থাকবে না; তুমি তোমার
আল্লাহ্‌র শরীয়ত ভুলে গেছ, আমিও তোমার
সন্তানদেরকে ভুলে যাব।

[৪:২] ইশা ৫৯:৩।
[৪:৩] ইয়ার ৪:২৫; ৯:১০; ইহি ৩৮:২০; সফ ১:৩।
[৪:৪] দ্বি:বি ১৭:১২; ইহি ৩:২৬।
[৪:৫] ইহি ৭:১৯; ১৪:৭।
[৪:৬] মেসাল ১০:২১; ইশা ১:৩; মালা ২:৭-৮।
[৪:৭] হবক ২:১৬।
[৪:৮] ইশা ৫৬:১১; মীখা ৩:১১।
[৪:৯] ইশা ২৪:২।
[৪:১০] লেবীয় ২৬:২৬।
[৪:১১] ১শামু ২৫:৩৬।
[৪:১২] ইয়ার ২:২৭।

৭ তারা যত বেশি বৃদ্ধি পেত, আমার বিরুদ্ধে
তত বেশি গুনাহ্ করতো; আমি তাদের সম্মান
অপমানে পরিণত করবো। ৮ এরা আমার
লোকদের গুনাহ্‌র দ্বারা জীবিকা অর্জন করে,
আর এরা তাদের অপরাধের প্রতি নিজেদের
অন্তর নিবদ্ধ করে। ৯ ঘটবে এই, যেমন লোক
তেমনি ইমাম; আমি তাদের প্রত্যেকের কর্মপথ
অনুযায়ী দণ্ড দেব ও প্রত্যেকের কাজের প্রতিফল
দেব। ১০ তারা ভোজন করবে, অথচ তৃপ্ত হবে
না; জেনা করবে, অথচ বহুবংশ হবে না; কেননা
তারা মাবুদকে ত্যাগ করেছে।

ইসরাইলের জেনা

১১ জেনা, মদ ও নতুন আঙ্গুর-রস, এসব বুদ্ধি
হরণ করে। ১২ আমার লোকেরা নিজেদের
কাঠের টুকরার সাথে পরামর্শ করে ও তাদের
লাঠি তাদেরকে দৈববাণী দেয়; কারণ জেনার
রূহ্ তাদেরকে ভ্রান্ত করেছে, আর তারা

দেখুন। *অভিযোগ।* মাবুদের প্রতিনিধির মত, হোসিয়া অবিশ্বস্ত, শরীয়ত ভঙ্গকারী ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন (তুলনা করুন আয়াত ৪; ১২:২; ইশা ৩:১৩; ইয়ার ২:৯; মিকাহ্ ৬:২)। *বিশ্বস্ততা।* মাবুদের শরীয়তের প্রতি (২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন) বাধ্যতা (ইউসা ২৪:১৪) এবং অন্যদের সঙ্গে যথার্থ আচরণ (তুলনা করুন মেসাল ৩:৩)। *মহব্বত।* দেখুন ২:১৯; ১০:১২। *আল্লাহ্‌র স্বীকার করে নেওয়া।* দেখুন ২:২০; ৬:৩ আয়াত ও নোট।

৪:২ জুলুম ... জেনা। এই সব গুনাহ্ দশটি হুকুমের বিভিন্ন হুকুমের (ইয়ার ৭:৯ আয়াতের সঙ্গে মিল রয়েছে) সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (হিজ ২০:১৩-১৬ আয়াত দেখুন এবং ২০:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *রক্তপাত।* এর সঙ্গে রয়েছে (১) খুন (দেখুন ৬:৮-৯); (২) বাদশাহ্ ২য় ইয়ারাবিমের পরবর্তী সময়ের গুপ্তহত্যা, যখন তিন জন বাদশাহ্ এক বছরে রাজত্ব করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৫:১০-১৪ আয়াত), এবং (৩) মানুষকে কোরাবানী দেওয়া (জবুর ১০৬:৩৮; ইহি ১৬:২০-২১; ২৩:৩৭)। যেখানে আল্লাহ্‌র জ্ঞান নেই (আয়াত ১) সেখানে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা অন্তর্হিত হয়ে যায়।

৪:৩ দেশ শুষ্ক হবে। মানুষের গুনাহে দুনিয়ার সকল জীবন্ত প্রাণীর উপর আল্লাহ্‌র দণ্ডের ফল (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইশা ২৪:৩-৬; ইয়ার ৪:২৩-২৮)। *ম্লান হবে।* দেখুন ইশা ১৯:৮; ইয়ার ১৪:২; ১৫:৯; যোয়েল ১:১০।

৪:৪ ইমামদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্‌র শরীয়তের রক্ষা করার এবং ধর্মীয় নির্দেশনাদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার (দেখুন লেবীয় ১০:১১; দ্বি.বি. ৩১:৯-১৩; ৩৩:১০; ২ খান্দান ১৭:৮-৯; উযায়ের ৭:৬; ১০; ইয়ার ১৮:১৮; ইহি ৭:২৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; সফনিয় ৩:৪; হগয় ২:১১; মালাখি ২:৭-৯)। হোসিয়া ইমামদের সতর্ক করে বলেছিলেন যেন তারা জাতিদের উপর আল্লাহ্‌র দণ্ড নেমে আসার জন্য লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনেন, কারণ তারা নিজেরাই ছিলেন দোষী এবং লোকেরা তাদের উপরেই অভিযোগ আনতে পারে – যেভাবে হোসিয়া অভিযোগ এনেছেন (দেখুন আয়াত ৯; তুলনা করুন ইশা ২৮:৭; ইয়ার ২:২৬; ৪:৯; ২৩:১১)।

৪:৫ হোঁচট। দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করবে (৫:৫ আয়াত দেখুন)। *নবী।* দেখুন মিকাহ্ ২:৬, ১১; ৩:৫-৭। *তোমার মা।* জাতি (দেখুন ২:২,৫; ইশা ৫০:১ আয়াত)।

৪:৬ আমার লোকেরা। ইসরাইল (দেখুন আয়াত ৮, ১২; ২:১, ২৩; ৬:১১; ১১:৭; মিকাহ্ ৬:৩, ৫)। *জ্ঞানের অভাবের দরুন বিনষ্ট হচ্ছে।* লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দিতে ইমামদের ব্যর্থ হওয়ার আংশিক কারণ। *জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ ... অগ্রাহ্য করলাম।* তোমার আল্লাহ্‌র শরীয়ত। ইসরাইল জাতির জীবনের উৎস (দ্বি.বি. ৩০:২০ আয়াত ও নোট দেখুন), যা ইমামদের বিশ্বস্তভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

৪:৭ তাদের মহিমান্বিত আল্লাহ্। জবুর ১০৬:২০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৪:৮ গুনাহ্ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। ইমামরা কোরবানীর মাংস খেয়ে ফেলতেন (ইশা ২:১৩-১৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। গুনাহ্ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার বদলে বরং তারা গুনাহ্ দ্বারা অব্যাহত ভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতেন (৮:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:৯ যেমন লোক, তেমনি ইমাম। কোন রকম রজর আপত্তি ছাড়া সকলেই তাদের গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি পাবে।

৪:১০ তারা ভোজন করবে, অথচ তৃপ্ত হবে না। শাস্তি (নিষ্ফল অভিশাপ, হগয় ১:৬ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)। গুনাহ্‌র জন্য যথার্থ। *জেনা।* দেখুন আয়াত ১২, ১৮; ২:৪; ৬:১০; ৯:১; কাজী ২:১৭ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; জবুর ১০৬:৩৯। নিজেদের আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের সমর্পণ করার বদলে তারা জেনার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে (আয়াত ১১-১৫; পয়দা ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; হিজ ৩৪:১৫; জবুর ৭৩:২৭)।

৪:১১ পুরানো আঙ্গুর রস। দেখুন ৭:৫। *নতুন।* দেখুন ২:৮-৯, ২২; ৭:১৪; ৯:২ আয়াত দেখুন।

৪:১২ কাঠের টুকরা। দেবতাদের প্রতিমূর্তি (দেখুন ইয়ার ২:২৭; ১০:৮; হাবা ২:১৯)। *জেনার রূহ্।* দেখুন ৫:৪। হিব্রু বাগধারায় প্রায়ই "রূহ্" শব্দটি দিয়ে অভ্যন্তরীন অর্থে বোঝানো হয়ে থাকে।

নিজেদের আল্লাহ্‌র অধীনতা ছেড়ে জেনা করছে।
[১৩] তারা পর্বতশৃঙ্গের উপরে কোরবানী করে এবং
উপপর্বতের উপরে অলোন, লিব্‌নী ও এলা
গাছের তলে ধূপ জ্বালায়, কেননা তার ছায়া
উত্তম। এজন্য তোমাদের কন্যারা পতিতা হয় ও
তোমাদের পুত্রবধূরা জেনা করে। [১৪] তোমাদের
কন্যারা পতিতা হলে এবং পুত্রবধূরা জেনা করলে
আমি তাদের দণ্ড দেব না, কেননা লোকেরা
নিজেরাও পতিতাদের সঙ্গে গুপ্ত স্থানে যায় ও
গণিকাদের সঙ্গে কোরবানী করে; এই নির্বোধ
জাতি নিপাতিত হবে।
[১৫] হে ইসরাইল, তুমি যদিও জেনাকারী হও,
তবুও এহুদা দণ্ডনীয় না হোক; হ্যাঁ, তোমরা
গিল্‌গলে পদার্পণ করো না, বৈৎ-আবনে উপস্থিত
হয়ো না এবং ‘জীবন্ত মাবুদের কসম’ বলে শপথ
করো না। [১৬] কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর মত

[৪:১৩] ইয়ার ৩:৬; হোশেয় ১০:৮; ১১:২।
[৪:১৪] পয়দা ৩৮:২১; হোশেয় ৯:১০।
[৪:১৫] ইউসা ৭:২; হোশেয় ৫:৮।
[৪:১৬] হিজ ৩২:৯।
[৪:১৯] হোশেয় ১২:১; ১৩:১৫।
[৪:১৯] আয়াত ১৩-১৪; ইশা ১:২৯।
[৫:১] আইউ ১০:২।
[৫:২] হোশেয় ৯:১৫।

ইসরাইল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে; এখন প্রশস্ত
ময়দানে যেমন ভেড়ার বাচ্চাকে, তেমনি মাবুদ
তাদেরকে চরাবেন। [১৭] আফরাহীম মূর্তিগুলোর
প্রতি আসক্ত; তাকে থাকতে দাও। [১৮] তাদের
মদ্যপান শেষ হলে তারা অবিরত পতিতার কাছ
গমন করে; তার নেতৃবর্গ অপমান অতিশয়
ভালবাসে। [১৯] বায়ু তার পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে
তুলেছে, তাতে তারা নিজেদের কোরবানীর
বিষয়ে লজ্জিত হবে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা

৫ [১] হে ইমামেরা, এই কথা শোন; হে
ইসরাইল-কুল, মনোযোগ দাও; হে
রাজকুল, কান দাও, কারণ তোমাদেরই বিচার
হচ্ছে; কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও
তাবোরে বিস্তৃত জালস্বরূপ হয়েছ।
[২] জুলুমবাজেরা হত্যাকাণ্ডের গভীরে নেমেছে,

৪:১৩ পর্বতশৃঙ্গ। সাধারণত মূর্তিপূজার কোরবানগাহের জন্য এই স্থান বেছে নেওয়া হত (দেখুন ১০:৮; দ্বি.বি. ১২:২; ১ বাদশাহ্‌ ৩:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; ইয়ার ২:২০; ৩:৬)। ইউগারিট থেকে পাওয়া মাটির ফলক থেকে জানা যায় যে, উচ্চস্থলীতে কেনানীয়দের দ্বারা প্রচুর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হত। *অলোন ... এলা।* এই সমস্ত গাছ ছায়া দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। *জেনা করে।* কেনানীয়দের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যৌন ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত ছিল (আয়াত ১৪) যা তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে চালিত করেছিল (দৃষ্টান্তস্বরূপ শুমারী ২৫:১-১৮ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন)।

৪:১৪ দণ্ড দেব না। স্ত্রীলোকদের অনৈতিক কাজের জন্য পুরুষরা তাদের শাস্তি দিত, কিন্তু তাদের ভণ্ডামিতে আল্লাহ্‌র কোন অংশ থাকত না। *পতিতা।* সাধারণ পতিতা (দেখুন পয়দা ৩৪:৩১; লেবীয় ২১:১৪; ইহি ১৬:৩১)। *মন্দির বেশ্যা।* মন্দিরের স্ত্রীলোকেরা যারা পুরুষদের জন্য যৌন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গী ছিল, কারণ এটি ছিল তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অংশ (তুলনা করুন পয়দা ৩৮:২১ আয়াত ও নোট; এর সাথে দ্বি.বি. ২৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *নির্বোধ।* ১৪:৯ আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের কিছুটা অমিল রয়েছে।

৪:১৫ জেনা কাজে নিজেকে সমর্পণ করা (পয়দা ২০:৯ আয়াত ও নোট দেখুন; হিজ ৩৪:১৫ আয়াত দেখুন)। *এহুদা।* পরোক্ষভাবে সতর্ক বাণী দেওয়া হয়েছে (দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল)। *দোষী।* দেখুন ১০:২; ১৩:১। *পদার্পণ করো না।* সামগ্রিকভাবে ইসরাইল জাতিকে বলা হয়েছে। গিল্‌গল। জেরিকোর কাছাকাছি একটি স্থান (দেখুন ৯:১৫; ১২:১১; ইউসা ৪:১৯; ইশা ১১:১৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন) যেখানে বনি ইসরাইলরা ধর্মীয় এবাদতগৃহ স্থাপন করেছিল। *বৈৎ আবন।* বেথেলের পরিবর্তে ব্যঙ্গাত্মক নাম। দুইটি প্রধান এবাদত কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্থাপন করেছিলেন বাদশাহ্‌ প্রথম ইয়ারাবিম (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৯ আয়াত ও নোট)। *জীবন্ত মাবুদের কসম।* সাধারণত ওয়াদা করার সময় এই কথাটি বলা হত (পয়দা ৪২:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; কাজী ৮:১৯; রূত ৩:১৩; ইশা ১৪:৩৮; ২৬:১০, ১৬; ইয়ার ৪:২; ৩৮:১৬ আয়াত)। সত্য আল্লাহ্‌র দিক থেকে এটি যথাযথ ছিল (দ্বি.বি. ৬:১৩; ১০:২০; তুলনা করুন ইউসা ২৩:৭) – কিন্তু এখানে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এটি এমন কপটভাবে তারা ব্যবহার করতো যেন ইসরাইল জাতি সত্যিই মাবুদকে সম্মান করছে (ইয়ার ৫:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪:১৬ স্বেচ্ছাচারী। দেখুন নহিমিয়া ৯:২৯; জাকা ৭:১১ আয়াত। *অবাধ্য বকনা বাছুর।* দেখুন ইয়ার ২:২০; ৩১:১৮ আয়াত ও নোট। অবাধ্য ইসরাইল জাতির জন্য উপযুক্ত প্রতীক (হোসিয়া ১০:১১; তুলনা করুন ১১:৪ আয়াত)।

৪:১৭ আফরাহীম। ইসরাইলের অনেক বড় অংশ (৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৩:১), মোটামুটিভাবে যার নাম উত্তর রাজ্যে ব্যবহার করা হত। *মূর্তি।* সোনার বাছুর (৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তাকে থাকতে দাও।* সাহায্যের জন্য কিছুই করার নেই (২ শামু ১৬:১১; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:১৮)।

৪:১৯ একটি ঘূর্ণি বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহিত্যের ভাষায় “বায়ু তাদের পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলেছে” কথাটি সম্ভবত শস্য মাড়াই প্রাঙ্গনের একটি রূপক অর্থ (দেখুন ১৩:৩; রূত ১:২২; জবুর ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন) কারণ হঠাৎ করে উৎপীড়ন যা বন্দীদশা বয়ে আনতে পারে। যেহেতু হিব্রু শব্দ “বাতাস” এবং “রূহ্‌” দুটো অর্থই প্রকাশ করে, সে কারণে এখানে “জেনার রূহ্‌” কথাটি অর্থবোধক হতে পারে। আয়াত ১২ ও নোট দেখুন। *লজ্জা।* তারা যে উপায়ে কোরবানী দিত তাতে তারা আশা করতো যে তারা সৌভাগ্যশালী হবে, কিন্তু তাদের মূর্তি পূজার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদেরকে অন্য জাতিদের মধ্যে লজ্জাস্বরূপ করেছিল (১০:৬ আয়াত দেখুন)।

৫:১ ইমামেরা ... ইসরাইল কুল ... রাজকুল। এই তিনটি দল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ন্যায় বিচার স্থাপনের জন্য সার্বিক ভাবে দায়ী ছিল, কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। *ফাঁদ ... জাল।* জীবজন্তু এবং পাখি ধরার জন্য একটি পদ্ধতি, যারা আর্থিক এবং বৈধ পরিকল্পনায় অসহায় লোকদের কষ্ট দেবার কাজে ব্যবহার করার সুযোগ নেয় তাদের সম্পর্কে রূপক অর্থে এই কথাগুলো বলা হয়েছে (দেখুন আইউব ১৮:৮-১০; জবুর ১৪০:৫; মেসাল ২৯:৫-৬; বিলাপ ১:১৩)। *মিস্পা।* হতে পারে (১) মিস্পা জর্ডানের পূর্বে গিলিয়দে অবস্থিত (পয়দা ৩১:৪৩-৪৯) অথবা (২) মিস্পা বিন্‌ইয়ামিনে অবস্থিত (১ শামু ৭:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। *তাবোর।* যিষ্রিয়েল উপত্যকার দক্ষিণ উত্তর প্রান্তে

BACIB
International Bible
CHURCH

কিন্তু আমি তাদের সকলকে শাস্তি দেব।
৩ আমি আফরাহীমকে জানি, ইসরাইলও
আমার অগোচর নয়; বস্তুত হে আফরাহীম, তুমি
এখন জেনা করেছ, ইসরাইল নাপাক হয়েছে।
৪ তাদের কাজগুলো তাদেরকে তাদের আল্লাহ্‌র
প্রতি ফিরে আসতে দেয় না, কেননা তাদের
অন্তরে জেনার রূহ্‌ থাকে এবং তারা মাবুদকে
জানে না। ৫ আর ইসরাইলের অহংকার তার
মুখের উপরে প্রমাণ দিচ্ছে, এজন্য ইসরাইল ও
আফরাহীম নিজেদের অপরাধে হোঁচট খাবে এবং
তাদের সঙ্গে এহুদাও হোঁচট খাবে। ৬ তারা নিজ
নিজ গোমেষপাল নিয়ে মাবুদের খোঁজ করতে
যাবে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ পাবে না; তিনি তাদের
কাছ থেকে চলে গেছেন। ৭ তারা মাবুদের
বিরুদ্ধে বেঈমানী করেছে, কারণ বিজাতীয় সন্তান
উৎপন্ন করেছে; এখন অমাবস্যা তাদেরকে ও
তাদের অধিকার গ্রাস করবে।
৮ তোমরা গিবিয়াতে ভেরী বাজাও, রামাতে
তুরীধ্বনি কর, বৈৎ-আবনে সিংহনাদ করে বল, হে
বিন্‌ইয়ামীন, তোমার পিছনে দুশমন। ৯ ভর্ৎসনার
দিনে আফরাহীম ধ্বংসস্থান হবে; যা নিশ্চয়
ঘটবে, তা-ই আমি ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে
ঘোষণা করেছি। ১০ এহুদার শাসনকর্তারা তাদের
মত হয়েছে, যারা সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে;
তাদের উপরে আমি পানির মত আমর গজব
ঢেলে দেব। ১১ আফরাহীম নির্যাতিত ও বিচারে
চুরমার হচ্ছে, কারণ সে নিজের ইচ্ছায় মিথ্যা
বিধানের অনুসারী হয়েছে। ১২ এজন্য আমি
আফরাহীমের পক্ষে কীটস্বরূপ, এহুদা-কুলের
পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হয়েছি। ১৩ যখন আফরাহীম
নিজের রোগ ও এহুদা নিজের ক্ষত দেখতে
পেল, তখন আফরাহীম আশেরিয়া দেশের কাছে
গমন করলো ও মহান বাদশাহ্‌র কাছে লোক
পাঠাল; কিন্তু সে তোমাদেরকে সুস্থ করতে পারে
না, তোমাদের ক্ষত ভাল করতে পারবে না।
১৪ কারণ আমি আফরাহীমের পক্ষে সিংহের মত
ও এহুদাকুলের পক্ষে যুবা কেশরীর মত হব;
আমি, আমিই বিদীর্ণ করে চলে যাব; আমি নিয়ে

[৫:৩] ইহি ২৩:৭।
[৫:৪] ইয়ার ৪:২২।
[৫:৫] ইশা ৩:৯; ইয়ার ২:১৯।
[৫:৬] মেসাল ১:২৮; ইশা ১:১৫; ইহি ৮:৬; মালা ১:১০।
[৫:৭] ইশা ২৪:১৬।
[৫:৮] শুমারী ১০:২; ইয়ার ৪:২১; ইহি ৩৩:৩।
[৫:৯] ইশা ৭:১৬।
[৫:১০] দ্বি:বি ১৯:১৪।
[৫:১১] মীখা ৬:১৬।
[৫:১২] আইউ ১৩:২৮; ইশা ৫১:৮।
[৫:১৩] ইশা ৭:১৬।
[৫:১৪] আইউ ১০:১৬; ইয়ার ৪:৭; আমোষ ৩:৪।

অবস্থিত পর্বত। ঘটনাগুলো সুবিদিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ইসরাইল জাতির দোষগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫:২ শাস্তি। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে সংশোধনের জন্য যে কাজ করে থাকেন, সে সম্পর্কে নবীদের তাৎপর্যপূর্ণ কথা (দেখুন ১ শামু ২৬:১৬; ইয়ার ২:৩০; ৫:৩; ৭:২৮ আয়াত)।

৫:৩ আফরাহীম। ৪:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *জেনা।* ৪:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

৫:৪ তাদের কাজগুলো। দেখুন আয়াত ৪:৯; ৭:২; ৯:১৫; ১২:২। নাছোড়বান্দার মত গুনাহ্‌ করতে থাকলে মন পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না (ইয়ার ১৩:২৩; ইউহোন্না ৮:৩৪; রোমীয় ৬:৬, ১৬)। *জেনার রূহ্‌।* ৪:১২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন। *মাবুদকে জানে না।* দেখুন ৪:৬; ১ শামু ১:৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৫:৫ অহঙ্কার। মাবুদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী বিদ্রোহ (দেখুন দ্বি.বি. ১:৪৩; ১ শামু ১৫:২৩, নহিমিয়া ৯:১৬; আইউব ৩৫:১২; জবুর ১০:২; ইহি ১৬:৫৬-৫৭ আয়াত)। *প্রমাণ।* এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন (আয়াত ৪:১ ও নোট দেখুন)। *হোঁচট।* আয়াত ৪:৫ ও নোট দেখুন। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও তারিখ।

৫:৬ মাবুদের খোঁজ করতে যাবে। মুনাজাত ও কোরাবানী সহ তাঁর কাছে যাবে (৩:৫ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন; আমোস ৫:৪-৫)। *তাঁর উদ্দেশ পাবে না।* তারা যে অবস্থায় কোরবানী দেয় তা অর্থহীন। ২:৭ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইশা ১:১০ -১৫; আমোস ৫:২১-২৪; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮ আয়াত। ইসরাইল জাতি তখনই মাবুদকে "খুঁজে" পাবে যখন সে সম্পূর্ণভাবে মন পরিবর্তন করে সরল অন্তঃকরণে তাঁর কাছে ফিরে আসবে (দেখুন আয়াত ১৫; ৩:৫; দ্বি.বি. ৪:২৯-৩১; ইয়ার ২৯:১৩)।

৫:৭ অবিশ্বস্ত। আয়াত ১:২ দেখুন ও নোট দেখুন। *অমাবস্যা।* সাধারণত উৎসব বা ঈদগুলো এ সময় উদযাপন করা হত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ২:১১; ১ শামু ২০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; আমোস ৮:৫; কল ২:১৬); কিন্তু এখন শাস্তির সময়। অথবা এর অর্থ হচ্ছে যে, তাদের শাস্তির জন্য এক মাসই যথেষ্ট।

৫:৮ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আরমেনীয় (সিরীয়) – আফরাহিমীয় (ইসরাইলীয়) যুদ্ধ ৪-৫ অধ্যায়ের পটভূমি গঠন করেছে। *তূরী।* ভেড়ার শিংয়ের তৈরি, এর শব্দের অর্থ সতর্ক বার্তা, অর্থাৎ সৈন্যেরা যে কাছে পৌঁছে গেছে এই সঙ্কেত (দেখুন ৮:১ যোয়েল ২:১ আয়াত ও নোট দেখুন; আমোস ৩:৬ আয়াত দেখুন)। *গিবিয়া।* জেরুশালেমের দুই মাইল উত্তরে। *রামা।* গিবিয়ার উত্তরে অবস্থিত। বৈৎ *আবন।* ৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। বিন্‌ইয়ামিন চালিত হয়েছে। সম্ভবত বিন্‌ইয়ামীনীয়দের যুদ্ধের চিৎকার।

৫:৯ ধ্বংসস্থান হবে। দেখুন ইয়ার ২৫:১১, ৩৮ আয়াত।

৫:১০ সীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে। এহুদা ইসরাইলের রাজ্য দখল করে (১ বাদশাহ্‌ ১৫:১৬-২২; দ্বি.বি. ১৯:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৭:১৭; মেসাল ১৫:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন; ২৩:১০; ইশা ৫:৮; মিকাহ্‌ ২:২)। *আমার গজব।* দেখুন ১৩:১১।

৫:১২ কীট ... ক্ষয়। উভয়ই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় (দেখুন আইউব ১৩:২৮ আয়াত)।

৫:১৩ রোগ ... ক্ষত। জাতীয় আঘাতের উপমা, যা এহুদা এবং ইসরাইল তাদের শত্রুদের হাতে ভোগ করছিল (দেখুন ইশা ১:৫-৬; ১৭:১১; ইয়ার ১৫:১৮; ৩০:১২-১৫ আয়াত দেখুন)। *আশেরিয়া দেশের দিকে ফেরা।* আশেরীয় নথি বলে যে, ইসরাইলের বাদশাহ্‌ মনহেম এবং হোসিয়া বাদশাহ্‌ ৩য় তিগলৎ পিলেষরকে কর প্রদান করতেন (তুলনা করুন ২ বাদশাহ্‌ ১৫:১৯-২০; ১৭:৩ আয়াত)। *সুস্থ করতে পারে না।* মিত্ররা কোন উপকারে আসে নি।

৫:১৪ সিংহ। দেখুন ১৩:৭; আমোস ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন; ৩:৮। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষকে ব্যবহার করতে পারেন (ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন), কিন্তু তিনি ইসরাইল জাতির শাস্তির জন্য দায়ী, যার দায় এড়ানো সম্ভব নয় (দেখুন ৫:২৯; ৪২:২২; আমোজ ৯:১-৪)।

যাব, কেউ উদ্ধার করবে না। ১৫ আমি নিজের
স্থানে ফিরে যাব, যে পর্যন্ত তারা দোষ স্বীকার না
করে ও আমার উপস্থিতির খোঁজ না করে;
সঙ্কটের সময়ে তারা সযত্নে আমার খোঁজ
করবে।

মন পরিবর্তনের জন্য ইসরাইলের আহ্বান

৬ ১ চল, আমরা মাবুদের কাছে ফিরে যাই,
কারণ তিনিই বিদীর্ণ করেছেন, তিনি
আমাদেরকে সুস্থও করবেন; তিনি আঘাত
করেছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বেঁধেও দিবেন।
২ দুই দিন পরে তিনি আমাদেরকে সঞ্জীবিত
করবেন, তৃতীয় দিনে উঠাবেন, তাতে আমরা
তাঁর সাক্ষাতে বেঁচে থাকব। ৩ এসো, আমরা
মাবুদকে জানি, তাঁকে জানবার জন্য তাঁর পেছনে
চলি; অরুণোদয়ের মত তাঁর উদয় নিশ্চিত; আর
তিনি আমাদের কাছে বৃষ্টির মত আসবেন, ভূমি-
সেচনকারী শেষ বর্ষার মত আসবেন।

কোরবানী নয় কিন্তু অটল মহব্বতই চাই

৪ হে আফরাহীম, তোমার জন্য আমি কি
করবো? হে এহুদা, তোমার জন্য কি করবো?
তোমাদের সাধুতা তো সকাল বেলার মেঘের
মত, শিশিরের মত, যা প্রত্যুষে উড়ে যায়।
৫ এজন্য আমি নবীদের দ্বারা লোকদেরকে টুকরা
টুকরা করেছি, আমার মুখের কালাম দ্বারা হত্যা
করেছি; এবং আমার বিচার বিদ্যুতের মত বের
হয়। ৬ কারণ আমি অটল মহব্বতই চাই,
কোরবানী নয়; এবং পোড়ানো-কোরবানীর চেয়ে
আল্লাহ্‌বিষয়ক জ্ঞান চাই। ৭ কিন্তু এরা আদমে
আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে; ঐ স্থানে আমার
বিরুদ্ধে বেঈমানী করেছে। ৮ গিলিয়দ দুর্বৃত্তদের
নগর, তা রক্তে রঞ্জিত। ৯ যেমন দস্যুদল
মানুষের অপেক্ষায় ঘাঁটি বসিয়ে থাকে, তেমনি
ইমাম সমাজ শিখিমে যাবার পথে হত্যা করে,
হ্যাঁ, তারা কুকর্ম করেছে। ১০ আমি
ইসরাইলকুলে রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি; ঐ
স্থানে আফরাহীমের পতিতাবৃত্তি প্রচলিত, ইসরাইল
নাপাক হয়েছে। ১১ আর হে এহুদা, আমি যখন
আমার লোকদের বন্দীদশা ফিরাই, তখন
তোমার জন্যও ফসল নিরূপিত।

[৫:১৫] শুমারী ২১:৭; জবুর ২৪:৬।
[৬:১] আইউ ১৬:৯; মাতম ৩:১১।
[৬:২] মথি ১৬:২১।
[৬:২] জবুর ৭১:২০।
[৬:৩] আইউ ৪:৩; যোয়েল ২:২৩।
[৬:৪] হোশেয় ১১:৮।
[৬:৫] ইব ৪:১২।
[৬:৬] ১শামু ১৫:২২; ইশা ১:১১; মথি ৯:১৩; ১২:৭; মার্ক ১২:৩৩।
[৬:৭] পয়দা ৯:১১; ইয়ার ১১:১০।
[৬:৯] জবুর ১০:৮।
[৬:১০] ইয়ার ৫:৩০।
[৬:১১] ইয়ার ৫১:৩৩; যোয়েল ৩:১৩।

৫:১৫ আমার নিজের স্থানে ফিরে যাব। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে এই ভয় দেখিয়েছেন যে, সে প্রকৃতভাবে মন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি তাকে তার নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করবেন না। এই ধারণাটি নবী হোসিয়া পরবর্তী বক্তব্যের বিষয়বস্তুর জন্য পটভূমি তৈরি করেছে। *স্থান।* আয়াত ১৪ দেখুন।

৬:১ চল, আমরা মাবুদের কাছে ফিরে যাই। গুনাহ্‌ থেকে মন পরিবর্তনের জন্য এক যৎসামান্য আহ্বান (আয়াত ৪ দেখুন; ৫:১৩-১৫ আয়াতে একই ধরনের কথা দেখা যায়), যেখানে ইসরাইল জাতি এ কথা স্বীকার করেছে যে, আশেরিয়া নয় (আয়াত ৫:১৩ তুলনা করুন), বরং মাবুদ আল্লাহ্‌ই হলেন সত্যিকার চিকিৎসক (তুলনা করুন ৭:১ আয়াত)।

৬:২ দুই দিন পরে ... তৃতীয় দিনে। খুব সংক্ষিপ্ত সময়। ইসরাইল জাতি মনে করেছিল আল্লাহ্‌র এই গজব অত্যন্ত ক্ষণকালের জন্য ঘটবে।

৬:৩ এসো, আমরা মাবুদকে জানি। হোসিয়া নবীর কিতাবের অন্যতম মূল একটি আলোচ্য বিষয় (দেখুন আয়াত ৬; ২:২০ আয়াত ও নোট; ৪:১, ৬; ৫:৪)। *বৃষ্টির মত ... ভূমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার মত।* ইসরাইল জাতি বিশ্বাস করেছিল যে, যেভাবে মৌসুমী বৃষ্টি আসে ও ভূমি সজীব করে তোলে সেভাবে মাবুদ আবার তাঁর অনুগ্রহ এই দুনিয়াতে সেচন করবেন ও তার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন।

৬:৪ তোমার জন্য আমি কি করবো? ইশা ৫:৪ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্‌ ইসরাইলের অতিনাটকীয় অনুতাপের পেছনে মূল বিষয়টি দেখতে পেয়েছিলেন। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও রচনার সময়কাল। *সাধুতা।* ২:১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ৬ আয়াতের নোট। *সকাল বেলার মেঘের মত, শিশিরের মত।* ক্ষণস্থায়ী বস্তু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬:৫ আমি নবীদের দ্বারা। আল্লাহ্‌র নিরূপিত বক্তা অর্থাৎ নবীগণ লোকদের উপরে মাবুদের বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন (ইয়ার ১:৯; ১৫:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬:৬ অটল মহব্বত। হিব্রু শব্দ এসেদ, যা দ্বারা সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে কোন ব্যক্তির প্রতিবেশীর প্রতি সঠিক আচরণ বা মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততাকে কিংবা উভয়ই – যা আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কাছ থেকে চেয়ে থাকে। এখানে সম্ভবত দুটোর কথাই বলা হয়েছে। ৪ আয়াতে একই হিব্রু শব্দের অর্থ করা হয়েছে "সাধুতা" (জবুর ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *কোরবানী নয়।* আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা বিহীন কোরবানী তাঁর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় (১ শামু ১৫:২২-২৩; ইশা ১:১১-১৫; ইয়ার ৭:২১-২৩; আমোস ৫:২১-২৪; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮; মথি ৯:১৩; ১২:৭ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌বিষয়ক জ্ঞান চাই। দেখুন আয়াত ৩; ২:২০ ও নোট।

৬:৭ আদমে। এখানে আদম বলতে সম্ভবত জর্ডানের টেল আদ -দেমিয়েহ্‌ বোঝানো হয়েছে (দেখুন ইউসা ৩:১৬ আয়াত এবং ৩:১৩, ১৫ আয়াতের নোট), যা আয়াতের দ্বিতীয় অংশে "ঐ স্থানে" কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। তবে আদম নামটি কোনভাবেই পয়দায়েশ কিতাবের হযরত আদমকে নির্দেশ করে না। তৃতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে যে, এখানে আদম বলতে "মানুষ" বোঝানো হয়েছে। *আমার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।* দেখুন ৮:১; ইউসা ৭:১১ আয়াত।

৬:৮ গিলিয়দ। দেখুন ১২:১১; কাজী ১০:১৭; ১২:৭ আয়াত। *তা রক্তে রঞ্জিত।* এখানে কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে সম্ভবত হোসিয়া কাজী ১২:১-৬ আয়াতের ঘটনাগুলোকে প্রচ্ছন্নভাবে বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন পকহিয়ের বিরুদ্ধে পেকহের বিদ্রোহ (২ বাদশাহ্‌ ১৫:২৫ আয়াত দেখুন)।

৬:৯ হত্যা করে। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে তা জানা যায় না। *শিখিম।* পয়দা ৩৩:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬:১০ পতিতাবৃত্তি। ৪:১০ আয়াত দেখুন।

৬:১১ ফসল নিরূপিত। এখানে প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র বিচার বোঝানো হয়েছে (দেখুন ৮:৭; ১০:১২-১৩; ইয়ার ৫১:৩৩;

ইসরাইলের গুনাহ্

৭ [১] আমি যখন ইসরাইলকে সুস্থ করতে চাই,
তখন আফরাহীমের অপরাধ ও সামেরিয়ার
নাফরমানী প্রকাশ পায়; কারণ তারা প্রতারণার
কাজ করে; ভিতরে চোর প্রবেশ করে, বাইরে
দস্যুদল লুট করে। [২] আর তাদের সমস্ত
নাফরমানী যে আমার স্মরণে আছে, এই কথা
তারা অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না; এখন তাদের
কাজগুলো তাদের ঘিরে ফেলেছে, আমার
দৃষ্টিগোচরে যেসব রয়েছে। [৩] তারা নিজেদের
নাফরমানী দ্বারা বাদশাহ্‌কে ও নিজেদের মিথ্যা
কথা দ্বারা কর্মকর্তাদেরকে আনন্দিত করে।
[৪] তারা সকলে পতিতাগামী, রুটিওয়ালার উত্তপ্ত
তুন্দুর-স্বরূপ; ময়দা ছানলে পর খামি ফেঁপে না
ওঠা পর্যন্ত রুটিওয়ালা আগুন উস্কায় না।
[৫] আমাদের বাদশাহ্‌র উৎসবের দিনে কর্মকর্তারা
অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত আঙ্গুর-রসে উত্তপ্ত হল, সে
নিন্দুকদের সঙ্গে হাত মিলাল। [৬] কারণ তারা
যখন ঘাঁটি বসায়, তখন তুন্দুরের মত নিজেদের
অন্তর প্রস্তুত করে, তাদের রুটিওয়ালা সমস্ত রাত
ঘুমিয়ে থাকে, প্রাতঃকালে সেই তুন্দুর যেন প্রচণ্ড
আগুনে জ্বলে। [৭] তারা সকলে তুন্দুরের মত
উত্তপ্ত এবং নিজেদের শাসনকর্তাদের গ্রাস করে;
তাদের সকল বাদশাহ্‌দের পতন হয়েছে; তাদের
মধ্যে কেউই আমাকে আহ্বান করে না।
[৮] আফরাহীম তো জাতিদের সঙ্গে মিশে
গেছে; আফরাহীম এক দিক পুড়ে যাওয়া পিঠার
মত। [৯] বিদেশীরা তার বল গ্রাস করেছে, কিন্তু
সে তা জানে না; তার মাথার নানা জায়গায় চুল
পেকেছে; কিন্তু সে তাও জানে না।
[১০] ইসরাইলের অহংকার তার মুখের উপরে
প্রমাণ দিচ্ছে; এমন হলেও তারা নিজেদের
আল্লাহ্ মাবুদের প্রতি ফেরে নি ও তাঁর খোঁজ
করে নি।

জাতিদের উপর অর্থহীন নির্ভরতা

[১১] হ্যাঁ, আফরাহীম অবোধ কবুতরের মত

[৬:১১] জবুর ১২৬:১; সফ ২:৭। [৭:২] ইয়ার ১৪:১০; ৪৪:২১; হোশেয় ৮:১৩। [৭:৩] ইয়ার ২৮:১-৪; হোশেয় ৪:২; ১০:১৩; মীখা ৭:৩। [৭:৪] ইয়ার ৯:২। [৭:৫] ইশা ২৮:১, ৭। [৭:৬] জবুর ২১:৯। [৭:৭] হোশেয় ১৩:১০। [৭:৮] আয়াত ১১; জবুর ১০৬:৩৫; হোশেয় ৫:১৩। [৭:৯] ইশা ১:৭; হোশেয় ৮:৭। [৭:১০] আয়াত ১৪; ইশা ৯:১৩। [৭:১১] পয়দা ৮:৮।

মথি ১৩:৩০, ৩৯-৪২; প্রকা ১৪:১৫)। *বন্দীদশা ফিরাই।* এখানে অন্যভাবে “সুস্থতা” বোঝানো যেতে পারে (৭:১), এই কথাটির মধ্য দিয়ে দেশটির জরাগ্রস্ত ও ক্ষত বিক্ষত দেহের সুস্থতা দানের কথা বোঝানো হয়েছে (যোয়েল ৩:১; সফ ৩:২০)।

৭:১ সুস্থ। দেখুন আয়াত ৫:১৩; ৬:১; ১১:৩; ১৪:৪; ইয়ার ৫১:৮-৯। *অপরাধ।* দেখুন ৪:৮; ৫:৫; ৮:১৩ আয়াত। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রকাশ পায়।* আল্লাহ্ তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে জানেন। *নাফরমানী।* আয়াত ৩ দেখুন। *সামেরিয়া।* উত্তরের রাজ্যের আরেকটি নাম, যার রাজধানী ছিল সামেরিয়া। অম্রি এটিকে ইসরাইলের রাজধানী করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ১৬:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *প্রতারণা।* দেখুন ইয়ার ৬:১৩; ৮:১০; সম্ভবত এখানে মিথ্যা অনুশোচনা এবং পরজাতীয়দের সাথে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ততার কথা বলা হয়েছে। *চোর।* ৪:২ আয়াত দেখুন। *দস্যুদল।* দেখুন আয়াত ৬:৯; পয়দা ৪৯:১৯; ইয়ার ১৮:২২।

৭:২ জবুর ৯০:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার স্মরণে আছে।* সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র সম্মুখে উন্মুক্ত, কিন্তু দুষ্টেরা মনে করে আল্লাহ্ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না (জবুর ১০:৬, ১১ ও নোট দেখুন)।

৭:৩ বাদশাহ্‌কে ... আনন্দিত করে। সম্ভবত এখানে কোন একটি প্রাসাদ বিদ্রোহের ঘটনার সাথে এই কথাটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৫:৮-৩০ আয়াত দেখুন)। যখন এরা বাদশাহ্ ও কর্মকর্তাদেরকে তোষামোদ করে তুষ্ট করছিল, তখন একই সময়ে তারা পেছন থেকে ছুরি মারা জন্য অস্ত্রে শাণ দিচ্ছিল (আয়াত ৬-৭; আরও দেখুন ৭ আয়াতের নোট)। *মিথ্যা কথা।* দেখুন আয়াত ১১:১২; জবুর ১০:৭ আয়াত ও নোট; নাহূম ৩:১।

৭:৪ পতিতাগামী। ৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *আগুন।* এখানে প্রতীকী অর্থে রাজনৈতিক উত্তপ্ত অবস্থা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৬-৭)। ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত না হওয়া অব্দি আগুন স্তিমিত রাখা হয়েছিল; এর পর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। *রুটিওয়ালা।* সম্ভবত এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা বোঝানো হয়েছে।

৭:৫ আমাদের বাদশাহ্‌র উৎসবের দিনে। সম্ভবত কোন অভিষেক অনুষ্ঠান বা জন্মদিন অনুষ্ঠান, যা উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত মদ্যপানের উৎসবে রূপ নিয়েছিল। বাদশাহ্ এলা মদ্যপান করার কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ১৬:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নিন্দুক।* দেখুন মেসাল ১:২২ আয়াত ও নোট। ইশাইয়া (২৮:১-৮, ১৪) ইসরাইলকে তার মত্ততা ও তার নিন্দুকদের জন্য দোষারোপ করেছিলেন।

৭:৬ নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের কথা গোপন রাখা হয়েছিল।

৭:৭ শাসনকর্তা ... বাদশাহ্। ২০ বছরের মধ্যে মোট চার জন বাদশাহ্‌কে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল, যার মধ্যে জাকারিয়া ও শল্লুমকে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে হত্যা করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ১৫:১০-১৪)। *তাদের মধ্যে কেউই আমাকে আহ্বান করে না।* এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির কারণে।

৭:৮ জাতিদের সঙ্গে মিশে গেছে। আয়াত ১১ ও নোট দেখুন। *পিঠার মত।* এখানে প্রতীকী অর্থে বোকার মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা বোঝানো হয়েছে। *এক দিক পুড়ে যাওয়া।* রুটিটি গরম পাথরের তাওয়ার উপরে রেখে সেঁকার কারণে (তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ১৯:৬ আয়াত) নিচের দিকে বেশি পুড়ে গিয়েছিল এবং উপরের দিকে একদমই ভাজা হয় নি।

৭:৯ বিদেশীরা তার বল গ্রাস করেছে। আশেরিয়া (২ বাদশাহ্ ১৫:১৯-২০) এবং মিসরের কাছে (আয়াত ১১) বশ্যতা স্বীকার করে কর দেওয়ার কারণে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। *চুল পেকেছে।* অর্থাৎ সময়ের আগেই তার বয়স হয়েছিল, কিন্তু তারপরও সে বিপদের সম্ভাবনা জেনে সাবধান হয় নি।

৭:১০ ফেরে নি। দেখুন আয়াত ৩:৫; ৫:৪; আমোস ৪:৬-১১। *খোঁজ করে নি।* দেখুন আয়াত ৩:৫; ৫:৬, ১৫ আয়াত ও নোট।

৭:১১ কবুতরের মত। দেখুন আয়াত ১১:১১ ও নোট, যেখানে ভিন্ন ধরনের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে জবুর ৬৮:১৩ আয়াতও দেখুন। *অবোধ।* ইয়ার ৫:২১ আয়াত দেখুন। মনহেম আশেরিয়ার দিকে ফিরেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৫:১৯-২০);

BACIB International Bible CHURCH

হয়েছে, সে বুদ্ধিহীন, লোকেরা মিসরকে আহ্বান
করে, আশেরিয়া দেশ গমন করে। [১২] তারা যখন
যাবে, আমি তাদের উপরে আমার জাল বিস্তার
করবো; আসমানের পাখির মত তাদেরকে
নামিয়ে আনবো; তাদের মণ্ডলী যেমন শুনেছে,
তেমনি আমি তাদের শাস্তি দেব। [১৩] ধিক্
তাদেরকে! কেননা তারা আমার কাছ থেকে চলে
গেছে; তাদের সর্বনাশ! কেননা তারা আমার
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; আমি তাদেরকে মুক্ত
করতাম, কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা
বলেছে। [১৪] তারা অন্তঃকরণের সঙ্গে আমার
কাছে কান্নাকাটি করে নি, কিন্তু নিজ নিজ
বিছানায় হাহাকার করে; তারা শস্য ও আঙ্গুর-
রসের জন্য একত্র হয় ও আমাকে ছেড়ে বিপথে
গমন করে। [১৫] আমিই তো শিক্ষা দিয়ে তাদের
বাহু সবল করেছি; তবুও তারা আমারই বিরুদ্ধে
কুকল্পনা করে। [১৬] তারা ফিরে আসে বটে, কিন্তু
যিনি ঊর্ধ্বস্থ, তাঁর প্রতি নয়; তারা বাকানো
ধনুকের মত; তাদের কর্মকর্তারা নিজ নিজ
জিহ্বার দুঃসাহসের জন্য তলোয়ারের আঘাতে
মারা পড়বে, এ-ই মিসর দেশে তাদের পক্ষে
উপহাস।

[৭:১২] ইহি ১২:১৩; ৩২:৩।
[৭:১৩] ইয়ার ১৪:১০; ইহি ৩৪:৪-৬; হোশেয় ৯:১৭।
[৭:১৪] আমোষ ২:৮।
[৭:১৫] জবুর ২:১; ১৪০:২; নহূম ১:৯, ১১।
[৭:১৬] মালা ৩:১৪।
[৮:১] শুমারী ১০:২; ইহি ৩৩:৩।
[৮:৩] মথি ৭:২৩; তীত ১:১৬।
[৮:৪] হোশেয় ১৩:১০।
[৮:৫] ইয়ার ১৩:২৭।
[৮:৬] ইয়ার ১৬:২০; হোশেয় ১৪:৩।

ইসরাইলের ফলভোগ

৮ [১] তুমি তোমার মুখে তূরী স্থাপন কর। সে
মাবুদের গৃহের উপরে ঈগল পাখির মত
আসছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন
করেছে ও আমার বিরুদ্ধে অধর্ম করেছে। [২] তারা
আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলবে, হে আমার
আল্লাহ্, আমরা ইসরাইল, তোমাকে জানি।
[৩] ইসরাইল, যা ভাল, তা দূরে ফেলে দিয়েছে,
দুশমন তার পিছনে পিছনে দৌড়ে যাবে।
[৪] তারাই বাদশাহ্‌দেরকে স্থাপন করেছে, আমা
থেকে হয় নি; তারা শাসনকর্তাদের নিযুক্ত
করেছে, আমি তা জানি নি; তারা নিজেদের
সোনা ও রূপা দ্বারা নিজেদের জন্য মূর্তি তৈরি
করেছে, যেন তারা উচ্ছিন্ন হয়। [৫] হে সামেরিয়া,
তিনি তোমার বাছুরের মূর্তি দূরে ফেলে
দিয়েছেন; ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধের আগুন
জ্বলে উঠলো; ওরা কত দেরিতে তারা বিশুদ্ধ
হবে? [৬] কেননা ইসরাইলের লোকেরাই ঐ বাছুর
তৈরি করেছে; শিল্পকার তা গড়েছে, তা আল্লাহ্
নয়; বাস্তবিক সামেরিয়ার বাছুর খণ্ড-বিখণ্ড হবে।

হোসিয়া আশেরিয়া ও মিসরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৭:৩-৪)।

৭:১২ আমার জাল। মাবুদ আল্লাহ্ স্বয়ং এখানে একজন শিকারী – জাতিগণ নয় – এবং এখানে ইসরাইল জাতিই শিকারে পরিণত হতে চলেছে।

৭:১৩ ধিক্! অনেক সময় বিচারের ঘোষণার সাথে এ ধরনের ধিক্কারমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হত (৯:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সর্বনাশ।* দেখুন আয়াত ৯:৬; ইশা ১৩:৬ আয়াত। *মুক্ত করতাম।* দেখুন ১৩:১৪ আয়াত; এছাড়া শব্দটি দিয়ে মিসর দেশ থেকে মুক্তি লাভের কথাও বোঝানো হয়ে থাকে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন হিজ ৬:৬-৮ আয়াত ও নোট); মিকাহ্ ৬:৪)। *আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছে।* সম্ভবত মাবুদের বদলে অন্য দেবতাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

৭:১৪ কান্নাকাটি করে নি। যোয়েল ১:১৩ আয়াত দেখুন। *নিজ নিজ বিছানায় হাহাকার করে।* দেখুন লেবীয় ১৯:২৮; ২১:৫ আয়াত ও নোট। *শস্য ও আঙ্গুর-রসের জন্য।* দেখুন ২:৮, ২২; ৯:১-২ আয়াত।

৭:১৫ আমিই ... সবল করেছি। সন্তানের মত করে (১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন) কিংবা অধীনস্থ সৈন্যদলের মত করে। *তাদের বাহু সবল করেছি।* দেখুন ইহি ৩০:২৪-২৫।

৭:১৬ যিনি ঊর্ধ্বস্থ। দেখুন আয়াত ১১:৭; দ্বি.বি. ৩২:৮ আয়াত ও নোট। *বাকানো ধনুকের মত।* দেখুন জবুর ৭৮:৫৭ আয়াত। ধনুক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল; ইসরাইল জাতি তাদের জন্য নিরূপিত সঠিক জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। *তাদের পক্ষে উপহাস।* মিসর দেশ ইসরাইল জাতিকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এতে করে তারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে উপহাস করতে পারে নি (দ্বি.বি. ৯:২৮ আয়াত দেখুন)। *মিসর।* দেখুন ৮:১৩; ১১:৫ আয়াত ও নোট। মিসর দেশে এত সংখ্যক মানুষের বন্দীদশায় যাওয়ার কোন নজির নেই। তবে কিছু কিছু বন্দী সেখানে গিয়েছিল (২ বাদশাহ্ ২৩:৩৪; ইয়ার ২২:১১-১৪) এবং অনেকে শরণার্থী হিসেবে সেখানে বাস করতে গিয়েছিল (২ বাদশাহ্ ২৫:২৬; ইয়ার ৪২-৪৪)। মিসর থেকে ফিরে আসার দৃশ্যপট কল্পনা করা হয়েছে ১১:১১; ইশা ১১:১১; ২৭:১৩; জাকা ১০:১০ আয়াতে।

৮:১ তূরী। ৫:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার মুখে।* অর্থাৎ নবী হোসিয়ার মুখে। *ঈগল পাখি।* কিংবা শকুন, যেখানে আশেরিয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে। *মাবুদের গৃহ।* ইসরাইল দেশকে বোঝানো হয়েছে, বায়তুল মোকাদ্দস নয় (৯:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৫:১৭ আয়াত)।

৮:২ তোমাকে জানি। দেখুন আয়াত ২:২০; ৬:৩ ও নোট; কিন্তু মাবুদের প্রতি তাদের এবাদত ও বন্দেগী মিশ্রিত ছিল পৌত্তলিক আচার ও রীতিনীতি দ্বারা, যা ৩-৬ আয়াতে দেখা যায় (দেখুন আমোস ২:৪, ৭-৮; ৩:১৪; ৫:২৬)।

৮:৩ দুশমন। আশেরীয় বাহিনী।

৮:৪ বাদশাহ্‌দেরকে স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের পরে ১৩ বছরে পাঁচজন বাদশাহ্ ইসরাইল শাসন করেছেন (২ বাদশাহ্ ১৫:৮-৩০), যার মধ্যে তিন জন পূর্ববর্তী শাসককে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন (আয়াত ৭:৭ ও নোট দেখুন)।

৮:৫ সামেরিয়া। ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন। *বাছুরের মূর্তি।* ১০:৫; ১৩:২ আয়াত দেখুন। প্রথম ইয়ারাবিম (৯৩০-৯০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বৈথেলে ও দানে বাছুরের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন “এই তোমাদের দেবতা” (১ বাদশাহ্ ১২:২৮-৩৩ আয়াত দেখুন ও ১২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৬ শিল্পকার তা গড়েছে। এখানে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে নবী উপহাসের ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। এ ধরনের আরও কিছু বক্তব্য দেখুন ইশা ৪০:২০; ৪১:২২-২৪; ৪৪:৯-২০ আয়াতে। এর সাথে দেখুন জবুর ১১৫:৪-৮ আয়াত ও নোট। ইসরাইলের বাদশাহ্‌গণ (হিজ ৩২:৪) এবং প্রথম ইয়ারাবিম বলেছিলেন “এই তোমাদের দেবতা,” কিন্তু নবী হোসিয়া এখানে বলেছেন, “তা আল্লাহ্ নয়”।

৭ কেননা তারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে,
ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটবে; তার ক্ষেতে শস্য নেই;
চারা শস্য দেবে না; শস্য দিলেও বিদেশীরা তা
গ্রাস করবে। ৮ ইসরাইলকে গ্রাস করা হল; এখন
তারা অপ্রীতিকর পাত্রের মত জাতিদের মধ্যে
আছে। ৯ ওরা তো আশেরিয়া দেশ গেল, সে
এমন বন্য গাধা, যে একাকী থাকে; আফরাহীম
প্রেমিকদেরকে পণ দিয়েছে। ১০ যদিও তারা
জাতিদের মধ্যে লোকদের পণ দেয়, তবুও আমি
এখন এদেরকে একত্র করবো; বাদশাহ্ ও
শাসনকর্তাদের বোঝার ভারে তারা ক্রমশ কুঁজো
হয়ে পড়ছে।
১১ আফরাহীম গুনাহ্র কাজ হিসেবে অনেক
কোরবানগাহ্ করেছে, এজন্য কোরবানগাহ্ সকল
তার পক্ষে গুনাহ্স্বরূপ হয়েছে। ১২ আমি তার
জন্য আমার ব্যবস্থার দশ হাজার কথা লিখি; কিন্তু
সেসব বিজাতীয়রূপে গণ্য করা হয়। ১৩ তারা
আমার উপহার-কোরবানী নিয়ে তার গোশ্ত
উৎসর্গ করে ও তা খেয়ে ফেলে; মাবুদ
তাদেরকে গ্রাহ্য করেন না; এখন তিনি তাদের
অপরাধ স্মরণ করে তাদের গুনাহ্র প্রতিফল
দেবেন, তারা মিসরে ফিরে যাবে। ১৪ কারণ
ইসরাইল তার নির্মাতাকে ভুলে গেছে ও স্থানে
স্থানে প্রাসাদ গেঁথেছে; এবং এহুদা অনেক
প্রাচীর-বেষ্টিত নগর প্রস্তুত করেছে; কিন্তু আমি
তার নগরে নগরে আগুন পাঠাব, সে সেখানকার
দুর্গগুলো গ্রাস করবে।

৯ ১ হে ইসরাইল, জাতিদের মত তুমি আনন্দ
উল্লাসে ব্যস্ত থেকো না, কেননা তুমি
তোমার আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে জেনা করছো,
শস্যের প্রত্যেক খামারে পতিতার বেতন
ভালবেসেছ। ২ খামার কিংবা আঙ্গুরপেষণস্থান
তাদের খাদ্য দেবে না; তারা নতুন আঙ্গুর-রস
থেকে বঞ্চিত হবে। ৩ তারা মাবুদের দেশে বাস
করবে না; কিন্তু আফরাহীম মিসরে ফিরে যাবে,
আর তারা আশেরিয়া দেশে নাপাক দ্রব্য ভোজন

[৮:৭] দ্বি:বি ২৮:৩৮। [৮:৮] ইয়ার ৫১:৩৪। [৮:৯] ইয়ার ২২:২০। [৮:১০] ইহি ১৬:৩৭; ২২:২০। [৮:১৩] হোশেয় ৭:২; ৯:৯; আমোষ ৮:৭। [৮:১৪] দ্বি:বি ৩২:১৮; ইশা ১৭:১০। [৯:১] ইশা ২২:১২-১৩। [৯:২] ইশা ২৪:৭; হোশেয় ২:৯; যোয়েল ১:১০। [৯:৩] লেবীয় ২৫:২৩।

৮:৭ তারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে। মন্দ কাজ সম্পর্কে বলা একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য (১০:১৩; আইউব ৪:৮; জবুর ১২৬:৫-৬; মেসাল ১১:১৮; ২২:৮; ২ করি ৯:৬; গালা ৬:৭ আয়াত দেখুন)। ইসরাইল জাতি মূর্তিপূজার বীজ বুনেছিল এবং তারা ফসল হিসেবে আশেরীয় বাহিনীকে পেয়েছিল। *চারা শস্য দেবে না।* নবী হোসিয়া হিব্রু ভাষায় প্রায় একই ধরনের উচ্চারণ এমন কয়েকটি শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। *বিদেশীরাও।* আশেরীয়রা।

৮:৮ ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌র নিজ জাতির লোক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল (হিজ ১৯:৫; আমোস ৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। কিন্তু যেহেতু ইসরাইল জাতি অন্যান্য জাতির সাথে নিজেকে সংমিশ্রিত করেছিল, সেহেতু সে তার এই বিশেষ পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল এবং সে আল্লাহ্‌র কাছে হয়ে উঠেছিল এমন বস্তু যা "কেউ চায় না"।

৮:৯ এমন বন্য গাধা, যে একাকী থাকে। ইয়ার ২:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রেমিকদেরকে পণ দিয়েছে।* পতিতাবৃত্তির মূল্য (৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন), যা আশেরীয়দের দেওয়া নিরাপত্তার মূল্য হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। ইসরাইলের বাদশাহ্ মনহেম (২ বাদশাহ্ ১৫:১৯) এবং হোসিয়া (২ বাদশাহ্ ১৭:৩) আশেরীয় বাদশাহ্র কাছে কর প্রদান করেছিলেন।

৮:১০ যদিও ইসরাইল জাতি আশেরীয়দের কাছে কর প্রদান করেছিল, তথাপি তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে নি, কারণ আল্লাহ্ নিজে আশেরিয়ার বাদশাহ্র মধ্য দিয়েই তাদের বিচার করেছিলেন (২:৮-১৩; ৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৮:১৩ তার গোশ্ত উৎসর্গ করে। আয়াত ২ ও নোট দেখুন। *তা খেয়ে ফেলে।* কোন কোন কোরবানীর মাংস অংশবিশেষ কোরবানীদাতা ও ইমামদের খাওয়ার জন্য আলাদা করে ফেলা হত (লেবীয় ৭:১১-১৮, ২৮-৩৬; দ্বি.বি. ১২:৭; ইয়ার ৭:২১)। *মাবুদ তাদেরকে গ্রাহ্য করেন না।* ৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *মিসর।* ইসরাইল জাতি মিসর ও আশেরিয়ার উপরে নির্ভর করেছিল, কিন্তু তাদেরকে আবারও "মিসরে" ফিরে যেতে হয়েছিল, অর্থাৎ আবারও একটি বিদেশী শক্তি, বিশেষত আশেরিয়ার অধীনে বন্দীত্ব বরণ করতে হয়েছিল (৯:৩ আয়াত দেখুন)। তবে এক্ষেত্রে ৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৪ ইসরাইল তার নির্মাতাকে ভুলে গেছে। যা তার সমস্ত সমস্যার মূল কারণ (২:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন; তুলনা করুন কাজী ২:১০ আয়াত)। *প্রাসাদ গেঁথেছে ... প্রাচীর-বেষ্টিত নগর প্রস্তুত করেছে।* ইসরাইল তার সৃষ্টিকর্তার উপরে নির্ভর করে নি, বরং সে সমস্ত বিষয়ে নিজের উপরেই নির্ভর করেছে। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। *আগুন ... দুর্গগুলো গ্রাস করবে।* আমোস ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:১ এই আয়াতটি এমন একটি অংশ শুরু করেছে যা সম্ভবত ফসল সংগ্রহের ঈদের সময়ে বলা হয়ে থাকে, যেমন কুটির উৎসব (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩; দ্বি.বি. ১৬:১৩-১৫)। *আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে।* দেখুন আয়াত ১:২; ২:২-৫ ও নোট। *পতিতার বেতন ভালবেসেছ।* আয়াত ২:১২ ও নোট দেখুন; এখানে আক্ষরিকভাবে কথাটি নেওয়া যাবে না, কারণ এখানে রূহানিক জেনার কথা বোঝানো হয়েছে (২:১২; হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শস্যের প্রত্যেক খামারে।* যেহেতু শস্য মাড়াই করার কাজে শুধুমাত্র পুরুষেরা কাজ করতো, তারা কাজের শেষ দিনে রাতের বেলায় আনন্দ উদযাপন করতো এবং সারা রাত জেগে থেকে শস্য পাহারা দিত (রূত ৩:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন); সে সময় পতিতাদের নিয়ে আসা হত তাদের আনন্দ দানের জন্য।

৯:৩ মাবুদের দেশে। প্রতিজ্ঞাত দেশ, যা মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নিজের বলে দাবী করেছিলেন (লেবীয় ২৫:২৩; ইউসা ২২:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন; ইয়ার ২:৭; ইহি ৩৮:১৬; যোয়েল ১:৬ আয়াত দেখুন)। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *মিসরে ... আশেরিয়া দেশে।* ইসরাইল জাতিকে এই হুমকিতে পড়তে হয়েছিল, যে দেশটির উপরে তারা এত নির্ভর করে থাকে সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে কোরবানী উৎসর্গ করার মত কোন এবাদতখানা নেই (আয়াত ৪; ৭:১৬; ৮:১৩ ও নোট দেখুন)।

করবে। ৪ তারা মাবুদের উদ্দেশে আঙ্গুর-রস
নিবেদন করবে না এবং তাদের কোরবানীগুলো
তাঁর তুষ্টিজনক হবে না; তাদের পক্ষে সেসব
শোককারীদের খাদ্যের সমান হবে; যারা তা
ভোজন করবে, তারা সকলে নাপাক হবে; বস্তুত
তাদের খাদ্য তাদেরই ক্ষুধা মিটাবার জন্য হবে,
তা মাবুদের গৃহে পৌঁছাবে না। ৫ ঈদের দিনে ও
মাবুদের উৎসব-দিনে তোমরা কি করবে?
৬ কারণ দেখ, তারা ধ্বংসস্থান থেকে পালিয়ে
গেল, তবুও মিসর তাদেরকে একত্র করবে, মোফ
তাদেরকে দাফন করবে, তাদের রূপার মনোহর
দ্রব্যগুলো বিছুটিগাছের অধিকার হবে, তাদের
সকল তাঁবুতে কাঁটাগাছ জন্মাবে। ৭ প্রতিফল
দানের সময় উপস্থিত, দণ্ডের সময় উপস্থিত; এই
কথা ইসরাইল জানুক যে, তারা ভাবে 'নবী
অজ্ঞান, রূহ্‌বিশিষ্ট লোক উন্মাদ'; এর কারণ হল
তোমার অনেক অপরাধ ও অনেক বিদ্বেষ।

[৯:৪] দ্বি:বি ২৬:১৪; হগয় ২:১৩-১৪।
[৯:৫] ইশা ১০:৩; ইয়ার ৫:৩১।
[৯:৬] ইশা ৫:৬; হোশেয় ১০:৮।
[৯:৭] ইশা ৩৪:৮; ইয়ার ১০:১৫; মীখা ৭:৪; লূক ২১:২২।
[৯:৮] হোশেয় ৫:১।
[৯:৯] কাজী ১৯:১৬-৩০; হোশেয় ৫:৮।
[৯:১০] শুমারী ২৫:১-৫; জবুর ১০৬:২৮-২৯।
[৯:১১] হোশেয় ৪:৭; ১০:৫।
[৯:১২] হোশেয় ৭:১৩।

৮ আফরাহীম আমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রহরী ছিল;
নবীদের সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ, তার
আল্লাহ্‌র গৃহে রয়েছে বিদ্বেষ। ৯ তারা গিবিয়ার
সময়ের মত অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়েছে; তিনি তাদের
অপরাধ স্মরণ করবেন, তাদের সকল গুনাহ্‌র
প্রতিফল দেবেন। ১০ আমি মরুভূমিতে আঙ্গুর
ফলের মত ইসরাইলকে পেয়েছিলাম; আমি
ডুমুর গাছের আগাম পাকা ফলের মত তোমাদের
পূর্বপুরুষদের দেখেছিলাম; কিন্তু তারা বাল-
পিয়োরের কাছে গিয়ে সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে
নিজেদের পৃথক করলো এবং নিজেরা সেই
ভালবাসার বস্তুর মত জঘন্য হয়ে পড়লো।
১১ আফরাহীমের গৌরব পাখির মত উড়ে যাবে;
না প্রসব, না গর্ভ, না গর্ভধারণ হবে; ১২ যদিও
তারা সন্তান-সন্ততি পালন করে, তবুও আমি
তাদেরকে এমন নিঃসন্তান করবো যে, এক জন
মানুষও থাকবে না; আবার ধিক্‌ তাদের, যখন

নাপাক। অন্য জাতির দেশ সাধারণত শরীয়ত অনুসারে নাপাক বলে বিবেচিত হত (আমোস ৭:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। সেখানে যা কিছু ফলানো হত সেগুলোও নাপাক ছিল, কারণ এই সমস্ত ফসল পৌত্তলিক দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হত (আয়াত ২:৫ ও নোট দেখুন; ইহি ৪:১৩ আয়াত দেখুন)।

৯:৪ শোককারীদের খাদ্য। নাপাক খাদ্য, ঠিক যেমন যে বাড়িতে কারও মৃত্যু ঘটেছে সে বাড়ির সমস্ত খাবার নাপাক হয়ে যায় (শুমারী ১৯:১৪ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ২৬:১৪; ইয়ার ১৬:৭ আয়াত দেখুন)। *যারা তা ভোজন করবে, তারা সকলে নাপাক হবে।* এমন কি যারা তা স্পর্শ করবে তারাও সকলে নাপাক হবে। *তা মাবুদের গৃহে পৌঁছাবে না।* বন্দীদশায় ইসরাইল জাতির নিজস্ব কোন স্থান ছিল না (এমনকি বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম যে সমস্ত স্থান নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোও নয়; ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮-৩৩ আয়াত দেখুন) যেখানে তারা মাবুদের জন্য কোরবানী উৎসর্গ করতে পারে বা ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করতে পারে (আয়াত ৫)।

৯:৫ ঈদের দিনে ও মাবুদের উৎসব-দিনে। ২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৯:৬ মিসর। দেখুন ৭:১৬; ৮:১৩; ১১:৫ আয়াত ও নোট। *মোফ।* বর্তমান মেম্ফিস। নিম্নতর তথা উত্তর মিসরের রাজধানী। *বিছুটিগাছ ... কাঁটাগাছ।* তুলনা করুন ইদোমের বিরুদ্ধে প্রায় একই ধরনের একটি হুমকি (ইশা ৩৪:১৩)।

৯:৭ রূহ্‌বিশিষ্ট লোক। মিকাহ্‌ ৩:৮ আয়াত ও নোট দেখুন। *উন্মাদ।* ২ বাদশাহ্‌ ৯:১১; ইয়ার ২৯:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ শামু ২১:১৫।

৯:৮ প্রহরী। দেখুন ইহি ৩:১৭; হাবা ২:১ আয়াত ও নোট। *ব্যাধের ফাঁদ ... বিদ্বেষ।* ইসরাইল জাতি এই প্রহরীদের প্রতি শুধুই বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে, যারা প্রকৃত নবী এবং যাদেরকে আল্লাহ্‌ আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে প্রেরণ করেছিলেন (দেখুন ইয়ার ১:১৯; ১১:১৯; ১৫:১০; আমোস ৭:১০-১৩)।

৯:৯ অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত ইসরাইলীয়রা স্বর্ণের তৈরি বাছুরের মূর্তির পূজা করেছিল তাদের সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে (হিজ ৩২:৭ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ৯:১২ আয়াত দেখুন)। *গিবিয়ার সময়ের মত।* এখানে বিন্‌ইয়ামীনীয়দের গুনাহ্‌পূর্ণ আচরণের কথা বলা হচ্ছে, যার কথা কাজী ১৯-২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। *তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন।* যে সমস্ত গুনাহ্‌র জন্য অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করা হয় নি সেগুলোকে আল্লাহ্‌ স্মরণ করবেন, সেই সাথে বিভিন্ন প্রজন্মের জমে থাকা গুনাহ্‌ও তিনি স্মরণ করবেন (১৩:১২ আয়াত দেখুন)।

৯:১০ ইসরাইলকে পেয়েছিলাম ... তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেখেছিলাম। আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তির সম্পর্কের পটভূমি হিসেবে এখানে মরু প্রান্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়েছে (২:১৪-১৫ আয়াত দেখুন ও ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন; ১৩:৫; দ্বি.বি. ৩২:১০ আয়াত দেখুন)। *আঙ্গুর ফলের মত ... ডুমুর গাছের আগাম পাকা ফলের মত।* অত্যন্ত সজীব মৌসুমী ফলের কথা বলা হচ্ছে (দেখুন সোলায়মান ২:১৩; ইশা ২৮:৪; মিকাহ্‌ ৭:১)। এখানে যে চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে (মরুভূমিতে আঙ্গুর ফল এবং ডুমুর গাছের আগাম ফল) তা ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র অপরিমেয় মহব্বতকে বোঝায়, যখন ইসরাইল জাতি নিজেকে সিনাই মরু প্রান্তরে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদন করেছিল। *বাল-পিয়োর।* পিয়োর ছিল একটি পর্বত (শুমারী ২৩:২৮)। বাল পিয়োর নামটি দিয়ে পিয়োর দেবতা বোঝানো হয়েছে (শুমারী ২৫:১-৩) এবং এখানে তা বৈৎ পিয়োর বুঝিয়েছে, যার অর্থ "পিয়োরের বাসস্থান" (দেখুন দ্বি.বি. ৩:২৯ আয়াত ও নোট; ৪:৩, ৪৬; ইউসা ১৩:২০)। নবী হোসিয়া এখানে শুমারী ২৫ অধ্যায়ের ঘটনার কথা বলছেন। *সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে।* দেখুন কাজী ৬:৩২; ইয়ার ২:২৬ আয়াত ও নোট। *জঘন্য হয়ে পড়লো।* ইশা ৫:২, ৪, ৭ আয়াত দেখুন।

৯:১১ আফরাহীমের গৌরব। তার বিশাল জনসংখ্যা এবং প্রচুর সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। তার গুনাহর সাথে এই শাস্তি মানানসই হয়েছে। আফরাহীমের পতিতাবৃত্তি প্রকৃত কোন বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয় নি (৪:১০ আয়াত দেখুন; কাজী ২:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পাখির মত উড়ে যাবে।* যা আর কখনো ফিরে আসবে না (মেসাল ২৩:৫ আয়াত দেখুন)।

৯:১২ ধিক্‌ তাদের। ৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

আমি তাদের পরিত্যাগ করি। ১৩ টায়ারকে আমি
যেমন দেখেছি, আফরাহীমও সেই রকম সুন্দর
স্থানে রোপিত; কিন্তু আফরাহীম তার
সন্তানদেরকে বাইরে ঘাতকের কাছে নিয়ে যাবে।
১৪ হে মাবুদ, তাদেরকে দাও; তুমি কি দেবে?
তাদেরকে সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া জঠর ও শুকনো
স্তন দাও। ১৫ গিল্‌গলে তাদের সমস্ত দুষ্টামি দেখা
যায়, বস্তুত সেখানে তাদের প্রতি আমার ঘৃণা
জন্মেছিল; আমি তাদের কর্মকাণ্ডের নাফরমানীর
জন্য আমার গৃহ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব,
আর ভালবাসব না, তাদের কর্মকর্তারা সকলে
বিদ্রোহী। ১৬ আফরাহীম আহত, তাদের মূল
শুকিয়ে গেছে, তারা আর ফলবে না; যদিও তারা
সন্তানের জন্ম দেয়, তবুও আমি তাদের প্রিয়
গর্ভফল মেরে ফেলবো। ১৭ আমার আল্লাহ্‌
তাদেরকে অগ্রাহ্য করবেন, কেননা তারা তাঁর
কালাম মানে নি; আর তারা জাতিদের মধ্যে
ইতস্তত ভ্রমণ করবে।

ইসরাইলের গুনাহের দণ্ডভোগ

১০ ১ ইসরাইল ফলভারে সমৃদ্ধ একটি
আঙ্গুরলতার মত, তার ফল ধরে; সে
তার ফলের আধিক্য অনুসারে অনেক
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করেছে, নিজ দেশের উৎকর্ষ
অনুসারে বহু উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্মাণ করেছে।
২ তাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত; এখন তারা দোষী
প্রতিপন্ন হবে। তিনিই তাদের কোরবানগাহ্‌ সব
ধ্বংস করবেন, তাদের সমস্ত স্তম্ভই নষ্ট করবেন।
৩ অবশ্য এখন তারা বলবে, আমাদের বাদশাহ্‌
নেই, কারণ আমরা মাবুদকে ভয় করি না, তবে
বাদশাহ্‌ আমাদের জন্য কি করতে পারে?
৪ তারা মিথ্যা কথা বলে, নিয়ম করার সময়
মিথ্যা শপথ করে; তাই মকদ্দমা ভূমির আলিস্থ
বিষবৃক্ষের মত অঙ্কুরিত হয়। ৫ সামেরিয়া-
নিবাসীরা বৈৎ-আবনের বাছুরের মূর্তির জন্য ভয়
পাবে; কারণ তার লোকেরা তার জন্য শোকার্ত
হবে এবং তার যে ইমামেরা তার জন্য আনন্দ
করতো, তারাও তার জন্য, তার গৌরবের জন্য
শোকার্ত হবে, কারণ গৌরব তাকে ছেড়ে
নির্বাসিত হবে। ৬ সেও বিবাদ-রাজ্যের
উপঢৌকন দ্রব্য বলে আশেরিয়া দেশ নীত হবে;
আফরাহীম লজ্জা পাবে, ইসরাইল আপন মন্ত্রণায়
লজ্জিত হবে। ৭ সামেরিয়ার বাদশাহ্‌ উচ্ছিন্ন হল,
সে পানির উপরের ফেনার মত হল।
৮ ইসরাইলের গুনাহ্‌স্বরূপ আবনের উচ্চ-
স্থলীগুলোও বিনষ্ট হবে, তাদের কোরবানগাহ্‌-
গুলোর উপরে কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা জন্মাবে;
এবং তারা পর্বতমালাকে বলবে, আমাদেরকে
ঢেকে রাখ ও উপপর্বতগুলোকে বলবে, আমাদের
উপরে পড়।
৯ হে ইসরাইল, গিবিয়ার সময় থেকে তুমি
গুনাহ্‌ করে আসছ; তোমার লোকেরা সেই স্থানে
দাঁড়িয়ে রয়েছে; অন্যায়ী বংশের প্রতিকূলে কৃত

[৯:১৩] আইউ ১৫:২২; মাতম ২:২২।
[৯:১৪] লূক ২৩:২৯।
[৯:১৫] ইশা ১:২৩; হোশেয় ৪:৯; ৫:২।
[৯:১৬] আইউ ১৫:৩২; হোশেয় ৮:৭।
[৯:১৭] হোশেয় ৪:১০।
[১০:১] ইহি ১৫:২।
[১০:২] ১বাদশা ১৮:২১।
[১০:৪] আমোষ ৬:১২।
[১০:৫] হিজ ৩২:৪; ইশা ৪৪:১৭-২০।
[১০:৬] ২বাদশা ১৬:৭; হোশেয় ১১:৫।
[১০:৭] হোশেয় ১৩:১১।
[১০:৮] ১বাদশা ১২:২৮-৩০; হোশেয় ৪:১৩। ৩:১৪-১৫।
[১০:৯] ইউসা ৭:১১।

৯:১৩ টায়ার। নগরটি প্রচুর ধন সম্পদ, মনোরম আবহাওয়া এবং সুরক্ষিত অবস্থানের জন্য বিখ্যাত ছিল (ইহি ২৭:৩-২৫ আয়াত দেখুন)।

৯:১৪ নবী হোসিয়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশের জন্য এই বদদোয়া করেন নি, বরং তিনি ইসরাইলের গুনাহ্‌র ফলস্বরূপ আল্লাহ্‌র আসন্ন শাস্তি ঘোষণা করেছেন।

৯:১৫ গিল্‌গল। ৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমার গৃহ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেব।* যেভাবে অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে তার স্বামী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেভাবে ইসরাইল জাতিকেও আল্লাহ্‌র গৃহ থেকে, অর্থাৎ তাঁর দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে (৮:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আর ভালবাসব না।* তাদের গুনাহ্‌র কারণে। কিন্তু যখন তারা অনুশোচনা করে এবং মাবুদের কাছে ক্ষমা চায় (আয়াত ১৪:১-২ আয়াত ও নোট দেখুন), তখন তিনি আবার তাদেরকে অবাধ ভালবাসা দেন (১৪:৪ আয়াত দেখুন)।

৯:১৭ আমার আল্লাহ্‌। এখানে শুধুমাত্র নবী হোসিয়ার বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, কারণ আল্লাহ্‌ এখন ইসরাইলের আল্লাহ্‌ ছিলেন না। *অগ্রাহ্য করবেন।* ৪:৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:২০ আয়াত দেখুন। *ইতস্তত ভ্রমণ করবে।* কাবিলের মত (পয়দা ৪:১২-১৬ আয়াত দেখুন)।

১০:১ ইসরাইল। এখানে জাতিটিকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে এবং তার পূর্বপুরুষদের নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে। *একটি আঙ্গুরলতার মত।* ইসরাইল জাতিকে প্রায়শই প্রতীকী অর্থে আঙ্গুরলতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে (জবুর ৮০:৮-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *ফলভারে সমৃদ্ধ।* সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় ইয়ারাবিমের সময়কার সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে (৭৯৩-৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। *বহু উৎকৃষ্ট স্তম্ভ।* ৩:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০:২ তাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত। ইয়ার ১৭:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। এর আগে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু লোকেরা পৌত্তলিক দেবতাদের পূজা করে তাঁকে অপমানিত করেছে (৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০:৩ আমাদের বাদশাহ্‌ নেই। আশেরীয় বাহিনী যখন ইসরাইল জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে তখন এমন অবস্থাই দাঁড়াবে।

১০:৪ তারা … মিথ্যা শপথ করে। ইসরাইল জাতির শেষ বাদশাহ্‌গণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অন্যায়কারী।

১০:৫ সামেরিয়া। ইসরাইলের রাজধানী (৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বৈৎ-আবনের বাছুরের মূর্তি।* যে মূর্তিটি বাদশাহ্‌ প্রথম ইয়ারাবিম বেথেলে স্থাপন করেছিলেন (৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০:৬ বিবাদ-রাজ্যের উপঢৌকন দ্রব্য। ৫:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৮ উচ্চস্থলী। ৪:১৩-১৪ আয়াত দেখুন এবং ৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদেরকে ঢেকে রাখ … আমাদের উপরে পড়।* হতাশায় নিমজ্জিত কণ্ঠস্বর; যা প্রভু ঈসা মসীহ্‌ উদ্ধৃত করেছিলেন (লূক ২২:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং যা প্রকাশিত ৬:১৬ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে।

১০:৯ গিবিয়া। ৯:৯ আয়াত ও নোট দেখুন। গিবিয়া যেমন যুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি ইসরাইলও যুদ্ধ ও বন্দীত্ব দ্বারা

যুদ্ধ কি গিবিয়াতে তাদেরকে ধরবে না? ১০ আমি
যখন ইচ্ছা, তাদের শাস্তি দেব; আর তারা যখন
তাদের দু'টি অপরাধরূপ জোয়ালিতে আবদ্ধ
রয়েছে, তখন তাদের বিপক্ষে জাতিদের সংগৃহীত
হবে। ১১ আর আফরাহীম এমন শিক্ষিতা
গাভীস্বরূপ, যে শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে,
কিন্তু আমি তার সুন্দর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করেছি,
আমি আফরাহীমের উপরে এক জন আরোহীকে
বসাব; এহুদা হাল টানবে, ইয়াকুব তার ঢেলা
ভাঙ্গবে। ১২ তোমরা নিজেদের জন্য ধার্মিকতার
বীজ বপন কর, অটল মহব্বত অনুযায়ী শস্য
কাট, নিজেদের জন্য পতিত ভূমি চাষ কর;
কেননা মাবুদের খোঁজ করার সময় আছে, যে
পর্যন্ত তিনি এসে তোমাদের উপর ধার্মিকতা না
বর্ষান। ১৩ তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করেছ,
অধর্মরূপ শস্য কেটেছ, মিথ্যার ফল ভোজন
করেছ; কারণ তুমি নিজের পথে, নিজের বীরদের
উপর নির্ভর করেছ। ১৪ এজন্য তোমার
লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে কোলাহল উঠবে; তোমার
দৃঢ় দুর্গগুলোর সর্বনাশ হবে; যেমন যুদ্ধের দিনে
শল্‌মন বৈৎ-অর্বেলের সর্বনাশ করেছিল; মা ও
বালকদেরকে আছাড় মেরে খণ্ড খণ্ড করা
হয়েছিল। ১৫ তোমাদের মহাদুষ্টতার দরুন
বেথেল তোমাদের প্রতি তা ঘটাবে; অরুণোদয়
কালে ইসরাইলের বাদশাহ্‌ উচ্ছিন্ন হবে।

[১০:১০] ইহি ৫:১৩; হোশেয় ৪:৯।
[১০:১১] ইয়ার ১৫:১২; ৩১:১৮।
[১০:১২] হেদা ১১:১।
[১০:১৩] আইউ ৪:৮; হোশেয় ৭:৩; ১১:১২; গালা ৬:৭-৮।
[১০:১৪] ইশা ১৭:৩; মীখা ৫:১১।
[১১:১] হিজ ৪:২২; হোশেয় ১২:৯, ১৩; ১৩:৪; মথি ২:১৫।
[১১:২] হোশেয় ২:১৩।
[১১:৩] দ্বি:বি ১:৩১; ৩২:১১; হোশেয় ৭:১৫।
[১১:৪] ইয়ার ৩১:২-৩।

ইসরাইলের গুনাহ্‌ সত্ত্বেও তার প্রতি আল্লাহ্‌র স্নেহ

১১ ১ ইসরাইলের বাল্যকালে আমি তাকে
ভালবাসতাম এবং মিসর থেকে আমার
পুত্রকে ডেকে আনলাম। ২ তারা লোকদেরকে
ডাকলে লোকেরা দৃষ্টিপথ থেকে দূরে গেল, বাল
দেবতাদের উদ্দেশে কোরবানী দিল এবং
মূর্তিগুলোর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাল। ৩ আমিই তো
আফরাহীমকে হাঁটতে শিখিয়েছিলাম, আমি
তাদেরকে কোলে নিতাম; কিন্তু আমি যে
তাদেরকে সুস্থ করলাম, তা তারা বুঝল না।
৪ আমি মানুষের দয়ার বন্ধনী দ্বারা তাদেরকে
আকর্ষণ করতাম, প্রেমের দড়ি দিয়েই করতাম,

আক্রান্ত হবে।

১০:১১ শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ। এই আয়াতের আগ পর্যন্ত আফরাহীমকে (তথা ইসরাইল) দেখানো হয়েছে কম বয়সী বাছুর হিসেবে যা শস্য মাড়াই করার সময়ই তা খেয়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু এখন আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে (এখানে আফরাহীম ও ইয়াকুব দুটো নামেই সম্বোধন করা হয়েছে) এবং এহুদাকে জোয়ালে আবদ্ধ হয়ে চাষ করা ও ঢেলা ভাঙ্গার মত ভারী কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে – যা আশেরীয় ও ব্যাবিলনীয় বন্দীদশার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল।

১০:১২ অটল মহব্বত অনুযায়ী শস্য কাট। যদি ইসরাইল জাতি যা ন্যায্য সেই কাজই শুধু করতো (এখানে "অটল মহব্বত" কথাটির জন্য হিব্রু শব্দ "এসেদ" ব্যবহার করা হয়েছে; ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন), তাহলে আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাকে রহমত দান করতেন। নিজেদের জন্য পতিত ভূমি চাষ কর। অর্থাৎ আর চুপ করে বসে থেকো না, বরং অনুতাপ কর, নতুন করে নিজেকে ফলবন্ত করে তোল। *ধার্মিকতা।* আল্লাহ্‌ তাঁর শরীয়তের প্রতিজ্ঞাত দোয়া ও রহমতের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি সমস্ত ধার্মিকতার অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

১০:১৩ মিথ্যার ফল। ইসরাইল জাতি মিথ্যের মাঝে বসবাস করছিল এবং তার পুরো জীবন জুড়েই ছিল মিথ্যা (দেখুন আয়াত ৪; ৭:৩; ১১:১২; ১২:১; তুলনা করুন ১ ইউ ১:৬)।

১০:১৪ শল্‌মন বৈৎ-অর্বেলের সর্বনাশ করেছিল। এই ঘটনাটির কথা অন্য কোথাও জানা যায় না। তবে হতে পারে শল্‌মন নামটি হচ্ছে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ পঞ্চম শালমানেসার এর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ, যিনি ৭২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সামেরিয়া অবরোধ করেছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৩-৫)। যেটাই হোক না কেন প্রাচীনকালের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার নির্যাতন ছিল খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় (৯:১৩; ১৩:১৬; দেখুন জবুর ১৩৭:৯ আয়াত ও নোট)।

১০:১৫ বেথেল। আয়াত ৮ দেখুন; ১২:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১:১ তৃতীয়বারের মত ইতিহাস রোমন্থন করা হচ্ছে (৯:১০; ১০:৯ আয়াত দেখুন) যেখানে বলা হচ্ছে কীভাবে ইসরাইল জাতিকে মিসর থেকে বের করে আনা হল, তাদেরকে মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হিজরত করানো হল (তুলনা করুন ১২:৯; ১৩:৪ আয়াত) এবং একটি নতুন জাতির জন্ম দেওয়া হল। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি ইসরাইল জাতির প্রতিক্রিয়া এখন প্রকাশ করা হচ্ছে বিপথগামী পুত্রের আদলে, জেনাকারী স্ত্রীর আদলে নয় (অধ্যায় ১-৩ দেখুন)। এখানে ইসরাইলকে সম্বোধন করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র "পুত্র বা সন্তান" হিসেবে। অন্যান্য স্থানে এ ধরনের সম্বোধন সম্পর্কে জানতে দেখুন হিজ ৪:২২-২৩ আয়াত ও নোট; ইশা ১:২, ৪ আয়াত। ইসরাইল জাতির পিতা হিসেবে আল্লাহ্‌কে জানতে দেখুন দ্বি.বি. ৩২:৬; ইশা ৬৩:১৬; ৬৪:৮ আয়াত। নবী হোসিয়া ইসরাইল জাতিকে নির্বাচনের পেছনে আল্লাহ্‌র মহব্বতকেই সবচেয়ে বড় বলে মনে করেছিলেন (৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। মিসর দেশ থেকে বালক ঈসা মসীহের ফিরে আসাকে মথি দেখেছিলেন মিসর দেশ থেকে ইসরাইল জাতির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হিসেবে (মথি ২:১৫ ও নোট দেখুন)।

১১:২ বাল দেবতাদের উদ্দেশে। ২:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *মূর্তিগুলোর উদ্দেশে।* দ্বি.বি. ৭:২৫ আয়াত দেখুন।

১১:৩ আফরাহীম। ৪:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *হাঁটতে শিখিয়েছিলাম।* একজন পিতা তার ছেলেকে হাঁটতে শেখাচ্ছে এমন দৃশ্য পুরাতন নিয়মে অত্যন্ত আদরণীয় হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। *তা তারা বুঝল না।* ২:৫-৮ আয়াত দেখুন ও ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন। তাদেরকে সুস্থ করলাম। ৫:১৩; ৬:১ আয়াত ও নোট; ৭:১ আয়াত দেখুন।

১১:৪ দৃশ্যপটটি এখানে কিছুটা অস্পষ্ট, তবে সম্ভবত এখানে দেখানো হচ্ছে কীভাবে একজন চাষী তার খামারের পশুর সাথে যত্নশীল আচরণ করে থাকেন। আরেকটি ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ককেই দেখানো হয়েছে। *আমি তাদেরকে খাবার দিতাম।* আল্লাহ্‌ তাঁর জাতির লোকদেরকে মরু প্রান্তরে অলৌকিকভাবে খাবার যুগিয়েছিলেন (হিজ ১৬ অধ্যায়; দ্বি.বি. ৮:১৬ আয়াত দেখুন)।

BACIB
International Bible
CHURCH

আর আমি তাদের পক্ষে সেই লোকদের মত
ছিলাম, যারা ঘাড় থেকে জোয়াল উঠিয়ে নেয়
এবং আমি তাদেরকে খাবার দিতাম।
৫ সে মিসর দেশে ফিরে যাবে না, কিন্তু
আশেরিয়াই তার বাদশাহ্‌ হবে, কেননা তারা
ফিরে আসতে অসম্মত হল। ৬ আর তাদের
নগরগুলোর উপরে তলোয়ার পড়বে, তাদের
অর্গলগুলোকে সংহার করবে, লোকদেরকে গ্রাস
করবে, এর কারণ তাদের নিজের মন্ত্রণাগুলো।
৭ আমার লোকেরা আমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে
বিপথগমনের দিকে ঝুঁকে; যিনি ঊর্ধ্বস্থ, তাঁর
কাছে আহূত হলেও কেউই তাঁর মহিমা স্বীকার
করে না।
৮ হে আফরাহীম, আমি কিভাবে তোমাকে
ত্যাগ করবো? হে ইসরাইল, কিভাবে তোমাকে
পরের হাতে তুলে দেব? কিভাবে তোমাকে
অদ্‌মার মত করবো? কিভাবে তোমাকে
সবোয়িমের মত রাখবো? আমার অন্তঃকরণ
ব্যাকুল হচ্ছে, আমার করুণা-সমষ্টি একসঙ্গে
প্রজ্বলিত হচ্ছে। ৯ আমি আমার প্রচণ্ড ক্রোধ
সফল করবো না, আফরাহীমের সর্বনাশ করতে

[১১:৫] হিজ ১৩:১৭।
[১১:৬] মাতম ২:৯।
[১১:৭] ইশা ২৬:১০।
[১১:৭] ইয়ার ৩:৬-৭; ৮:৫।
[১১:৮] ইয়ার ৭:২৯।
[১১:৯] দ্বি:বি ১৩:১৭; ইয়ার ১৮:৮; ৩০:১১।
[১১:১০] জবুর ১৮:৪৫।
[১১:১১] ইহি ২৮:২৬; ৩৪:২৫-২৮।
[১২:১] পয়দা ৪১:৬; ইহি ১৭:১০।
[১২:২] আইউ ১০:২; মীখা ৬:২।
[১২:৩] পয়দা ৩২:২৪-২৯।

ফিরব না, কেননা আমি আল্লাহ্‌, মানুষ নই;
আমি তোমার মধ্যবর্তী পবিত্রতম, কোপে
উপস্থিত হব না। ১০ তারা মাবুদের পিছনে
চলবে; তিনি সিংহের মত গর্জন করবেন; হ্যাঁ,
তিনি আহ্বান করবেন, আর পশ্চিম দিক থেকে
সন্তানেরা কাঁপতে কাঁপতে আসবে। ১১ তারা
মিসর থেকে চটকপাখির মত, আশেরিয়া দেশ
থেকে কবুতরের মত কাঁপতে কাঁপতে আসবে;
আর আমি তাদের বাড়িতে তাদেরকে বাস কর-
াব, মাবুদ এই কথা বলেন।

১২ ১ আফরাহীম বাতাস খায় ও পূর্বীয়
বায়ুর পিছনে দৌড়ে যায়; সে সমস্ত দিন
মিথ্যা কথা ও জুলুম বৃদ্ধি করে, তারা আশেরিয়া
দেশের সঙ্গে নিয়ম স্থির করেছে এবং মিসরে
জলপাই তেল পাঠিয়েছে।

ইসরাইলের অবাধ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস

২ আর এহুদার সঙ্গে মাবুদের ঝগড়া আছে,
তিনি ইয়াকুবকে তার পথ অনুসারে দণ্ড
দেবেন,
তার কার্যানুযায়ী প্রতিফল দেবেন।
৩ জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভাইয়ের পাদমূল

১১:৫ মিসর ... আশেরিয়া। ৮:১৩; ৯:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। ১-৪ আয়াতের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে হুমকিতে, যা ঘোষণা করছে মিসর ও আশেরিয়ায় ইসরাইল জাতির বন্দীদশার কথা, যাদের সাথে ইসরাইল মিত্রতা স্থাপন করেছিল। এটি অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় যে, এক সময় যে জাতিকে মিসর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে আবারও অবাধ্যতার কারণে মিসরীয়দের হাতে বন্দীত্ব বরণের জন্য তুলে দেওয়া হবে।

১১:৭ যিনি ঊর্ধ্বস্থ। ৭:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১:৮ অবাধ্য পুত্রকে পাথর মারার রীতি ছিল (দ্বি.বি. ২১:১৮-২১), কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্‌র স্নেহের কারণে তাঁর ক্রোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি আফরাহীমকে (ইসরাইল) এ ধরনের শাস্তি দিতে সম্মত হন নি। *অদ্‌মার মত ... সবোয়িমের মত।* সমভূমির নগরী (পয়দা ১০:১৯ আয়াত ও নোটদ ১৪:২, ৮ দেখুন), সাদুম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এই দুটো নগরীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (পয়দা ১৯:২৪-২৫; দ্বি.বি. ২৯:২৩; ইয়ার ৪৯:১৮) এবং এর মধ্য দিয়ে পূর্ণ ধ্বংসকার্য বোঝানো হয়ে থাকে (আমোস ৪:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১:৯ আমি আল্লাহ্‌, মানুষ নই। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে এ পর্যন্ত যে মহব্বত দেখিয়েছেন তা থেকে তিনি বিরত থাকবেন না (আয়াত ১-৪; ১ শামু ১৫:২৯; মালাখি ৩:৬ আয়াত দেখুন) ইসরাইল জাতিকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাকে ধ্বংস করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না। *আমি তোমার মধ্যবর্তী পবিত্রতম।* হোসিয়া কিতাবের এই অধ্যায়টির এই আয়াতে এবং ১২ আয়াতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজেই প্রকাশ করছেন (হিজ ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১০ বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সিংহের মত গর্জন করবেন। এখন আর তাঁর মুখে বিপদের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে না (তুলনা করুন ৫:১৪; ১৩:৭ আয়াত)। এখন আল্লাহ্‌র গর্জনের অর্থ হচ্ছে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পরিষ্কার চিহ্ন। *পশ্চিম দিক থেকে।* ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূল।

১১:১১ মিসর থেকে ... আশেরিয়া। ৭:১৬ আয়াত ও নোট; ৯:৩ আয়াত দেখুন। *চটকপাখির মত ... কবুতরের মত।* এখানে ফিরে আসার দ্রুততার কথা বোঝানো হয়েছে (তুলনা করুন ইশা ৬০:৮ আয়াত) এবং এখানে নেতিবাচক অর্থে বা উপহাসের ভঙ্গিতে বোঝানো হয় নি, কারণ এর আগে একটি অবোধ কবুতরের তুলনামূলক প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল (৭:১১)।

১২:১ মিথ্যা কথা ও জুলুম। ১০:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। ইসরাইলের অবাধ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস। ইয়ার ২:৩১ আয়াত দেখুন। আরও দেখুন ১১:৯ ও নোট। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *বায়ু।* ৮:৭; হেদায়েত ১:১৪ আয়াত দেখুন। *পূর্বীয় বায়ু।* দেখুন ১৩:১৫; আইউব ১৫:২ আয়াত দেখুন; ইয়ার ১৮:১৭। বায়ুর পেছনে তাড়া করার অর্থ হচ্ছে ইসরাইল জাতির নিষ্ফল বৈদেশিক নীতি, যার উপর ভিত্তি করে তারা মিসরের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেছে (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৪; ইশা ৩০:৬-৭) এবং আশেরিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে (৫:১৩; ৭:১১; ৮:৯ আয়াত ও নোট; ২ বাদশাহ্‌ ১৭:৩ আয়াত দেখুন)।

১২:২ পথ অনুসারে দণ্ড দেবেন। ৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *এহুদা।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা ও সময়কাল। *ইয়াকুব।* অর্থাৎ ইসরাইল (আয়াত ১০:১১ দেখুন)। তবে মাবুদ আল্লাহ্‌ এখানে দুটো রাজ্যের কথাই বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ পিতা ইয়াকুবের সকল সন্তানকেই বুঝিয়েছেন। ইসরাইল ও এহুদা উভয়েই মিথ্যা ও মন্দতার দিক থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

১২:৩ জরায়ুর মধ্যে। পয়দা ২৫:২৬; ২৭:৩৬ আয়াত ও নোট দেখুন। আপন ভাইয়ের পাদমূল ধরেছিল। এখানে দেখানো

ধরেছিল,
আর বয়সকালে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ
করেছিল।
৪ হ্যাঁ, সে ফেরেশতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী
হয়েছিল;
সে তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ
করেছিল;
সে বেথেলে তাঁকে পেয়েছিলে,
তিনি সেখানে আমাদের সঙ্গে আলাপ
করলেন।
৫ মাবুদ বাহিনীগণের আল্লাহ্‌;
মাবুদ তাঁর স্মরণীয় নাম।
৬ অতএব তুমি তোমার আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে
এসো, রহম ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; প্রতিদিন
তোমার আল্লাহ্‌র অপেক্ষায় থাক।
৭ সে ব্যবসায়ী, তার হাতে ছলনার নিক্তি, সে
ঠকাতে ভালবাসে। ৮ আর আফরাহীম বলেছে,
আমি তো ঐশ্বর্যবান হলাম, নিজের জন্য সংস্থান

[১২:৪] পয়দা ১২:৮; ৩৫:১৫।
[১২:৫] হিজ ৩:১৫।
[১২:৬] যোয়েল ২:১২।
[১২:৭] আমোষ ৮:৫।
[১২:৮] প্রকা ৩:১৭।
[১২:৯] লেবীয় ২৩:৪৩।
[১২:১০] ইয়ার ৭:২৫।
[১২:১২] পয়দা ২৮:৫।
[১২:১৩] হিজ ১৩:৩;।
[১২:১৪] ইহি ১৮:১৩।

করলাম, আমার সমস্ত শ্রমে এমন কোন অপরাধ
পাওয়া যাবে না, যাতে গুনাহ্‌ হয়। ৯ কিন্তু
আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ;
আমি নির্দিষ্ট ঈদের দিনের মত তোমাকে পুনর্বার
তাঁবুতে বাস করাব। ১০ আর আমি নবীদের
কাছে কথা বলেছি, আমি দর্শনের বৃদ্ধি করেছি ও
নবীদের দ্বারা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছি। ১১ গিলিয়দ
কি অধর্মময়? তারা অসার মাত্র; গিল্‌গলে তারা
ষাঁড় কোরবানী করে; আবার তাদের
কোরবানগাহ্‌ সকল ক্ষেতের আলিতে অবস্থিত
পাথরের স্তূপের ন্যায়। ১২ আর ইয়াকুব অরাম
দেশে পালিয়ে গিয়েছিল; ইসরাইল স্ত্রী পাবার
জন্য গোলামের কাজ ও স্ত্রীর পাবার জন্য
পশুপালকের কাজ করেছিল। ১৩ মাবুদ এক জন
নবী দ্বারা ইসরাইলকে মিসর থেকে এনেছিলেন,
আর এক জন নবী দ্বারা সে পালিত হয়েছিল।
১৪ আফরাহীম তাঁকে অতিশয় অসন্তুষ্ট করেছে;
এজন্য তার রক্ত তারই উপরে থাকবে, আর তার

হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়মের অধীন লোকেরা পিতা ইয়াকুবের অভিজ্ঞতা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসতে চাইছে, যেভাবে ইয়াকুবকে বেথেলে ডেকে আনা হয়েছিল (পয়দা ৩৫:১-১৫)।

১২:৪ ফেরেশতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল। দেখুন পয়দা ৩২:২২-২৮ আয়াত এবং ৩২:২৮ আয়াতের নোট। বেথেল। পয়দা ২৮:১২-১৯ আয়াত দেখুন এবং ২৮:১৯; ৩৫:১-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। নবী হোসিয়ার সময়ে বেথেল ছিল উত্তরের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ও পবিত্র স্থান (তুলনা করুন আমোস ৭:১৩)।

১২:৬ রহম। অর্থাৎ মহব্বত বা অনুগ্রহ; হিব্রু শব্দ এসেদ; ৬:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *ন্যায়বিচার।* আমোস ৫:২৫; মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:৭ ব্যবসায়ী। নবী হোসিয়া যেভাবে ২ আয়াতে ইয়াকুব নামের অর্থ নিয়ে শব্দের চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন, সেভাবে এখানেও কেনান নামটি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন (হিব্রু ভাষায় "ব্যবসায়ী" শব্দটির উচ্চারণ অনেকটা কেনান নামটির মত শোনায়), যাতে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো যায় যে, ইসরাইলের লোকেরা কেনানীয়দের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয় (জাকা ১৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। **ছলনার নিক্তি**। লেবীয় ১৯:৩৫; মেসাল ১১:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১২:৮ আমি তো ঐশ্বর্যবান হলাম। ঐশ্বর্য মানুষের মধ্যে নিজের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা তৈরি করে (তুলনা করুন ১০:১৩; দ্বি.বি. ৩২:১৫-১৮; লূক ১২:১৯; প্রকা ৩:১৭ আয়াত দেখুন)। *এমন কোন অপরাধ পাওয়া যাবে না।* একজন অসৎ ব্যবসায়ীর মত আফরাহীম (তথা ইসরাইল) তার শঠতা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চেয়েছিল (১০:১৩ আয়াত ও নোট) এবং ভেবেছিল তা কেউ কখনো জানতে পারবে না।

১২:৯ আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ। দেখুন ১৩:৪; হিজ ২০:২ আয়াত ও নোট। *তাঁবু।* এখানে বহু আগে মরু প্রান্তরে হিজরতের কথা স্মরণ করা হচ্ছে (তুলনা করুন ২:১৪-১৫)। *নির্দিষ্ট ঈদের দিন।* সম্ভবত শরীয়ত তাঁবুর ঈদ (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩ আয়াত দেখুন এবং ২৩:৪২ আয়াতের নোট দেখুন), যার সাথে যুক্ত হয়েছে মরু প্রান্তরে হিজরত।

১২:১০ আমি নবীদের কাছে কথা বলেছি। দেখুন ৬:৫; আমোস ২:১১ আয়াত ও নোট; হাবা ১:১। এখানে খুব প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। *দর্শন।* অর্থাৎ বেহেশতী প্রত্যাদেশ (শুমারী ১২:৬-৮ আয়াত ও নোট; আমোস ১:১ আয়াত দেখুন)। *দৃষ্টান্ত।* আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত সাবধান বাণী (দেখুন ২ শামু ১২:১-৪; জবুর ৭৮:২; ইশা ৫:১-৭; ইহি ১৭:২; ২৪:৩)।

১২:১১ গিলিয়দ কি অধর্মময়? দেখুন ৬:৮-৯ আয়াত ও নোট। ৭৩৪-৭৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আশেরিয়া গিলিয়দকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ফেলে (২ বাদশাহ্‌ ১৫:২৯)। *গিল্‌গল।* ৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় গিল্‌গল এবং স্তূপ (হিব্রু গল্লীম) শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণগত মিল রয়েছে। কোরবানগাহ্‌গুলো কোন সুরক্ষার নিশ্চয়তা তো দেবেই না, উল্টো সেগুলোকেই ধ্বংস করে ফেলা হবে। *সকল ক্ষেতের আলিতে।* ইসরাইলের কৃষকেরা তাদের চাষ করা জমির সীমানায় পাথরের টুকরো ও অন্যান্য ফেলনা বস্তু দিয়ে আইল নির্ধারণ করে দিত।

১২:১২ হযরত ইয়াকুব ইসের কাছ থেকে পালিয়ে পদ্দন অরামে চলে গিয়েছিলেন (পয়দা ২৮:২, ৫ আয়াত দেখুন)। সেখানে তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সাত বছর করে গোলামী করেছিলেন (পয়দা ২৯:২০-২৮) এবং এর পর তিনি আরও ছয় বছর লাবনের পশু পালনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন (পয়দা ৩০:৩১; ৩১:৪১)।

১২:১৩ নবী। হযরত মূসা (তুলনা করুন শুমারী ১২:৬-৮; দ্বি.বি. ১৮:১৫; ৩৪:১০ আয়াত)। নবী দ্বারা সে পালিত হয়েছিল। যেভাবে হযরত ইয়াকুব লাবনের পশুদের পালন করেছিলেন, সেভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে মরুভূমিতে তার হিজরতের সময় প্রতিপালন করেছেন। নবীদের প্রতি ইসরাইল জাতির বর্তমান অবজ্ঞাসূচক আচরণের বিপরীতে হযরত মূসার নেতৃত্ব যেন এক চরম বৈপরীত্যের উদাহরণ (তুলনা করুন ৪:৫; ৬:৫; ৯:৭ আয়াত)।

১২:১৪ আফরাহীম তাঁকে অতিশয় অসন্তুষ্ট করেছে। তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও। *তার রক্ত তারই উপরে থাকবে।*

প্রভু তার উপহাস তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

ইসরাইলের গুনাহ্‌ ও শেষ বিচার

১৩ [১] আফরাহীম কথা বললে লোকের ত্রাস
জন্মাত, ইসরাইল দেশে সে উন্নত
হয়েছিল, কিন্তু বালের বিষয়ে দোষী হওয়াতে সে
মারা গেল। [২] আর এখন তারা উত্তরোত্তর আরও
গুনাহ্‌ করছে, তারা নিজেদের জন্য নিজেদের
রূপা দ্বারা ছাঁচে ঢালা মূর্তি ও নিজেদের বুদ্ধি
অনুযায়ী মূর্তি তৈরি করেছে; সে সমস্তই
শিল্পকারদের কর্মমাত্র; তাদেরই বিষয়ে ওরা বলে,
যেসব লোক কোরবানী করে, তারা বাছুরগুলোকে
চুম্বন করুক! [৩] এজন্য তারা সকাল বেলার
মেঘের মত, খুব ভোরে অন্তর্হিত শিশিরের মত,
ঘূর্ণিবাতাস দ্বারা খামার থেকে বাতাসে উড়ে
যাওয়া ভুষির মত ও জানালা থেকে বের হওয়া
ধোঁয়ার মত হবে। [৪] তবুও আমিই মিসর দেশ
থেকে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ; আমাকে ছাড়া আর
কোন আল্লাহ্‌কে তুমি জানবে না এবং আমি ছাড়া
তোমার আর কোন উদ্ধারকর্তা নেই। [৫] আমিই
মরুভূমিতে, ভীষণ শুকনা দেশে, তোমাকে
দেখাশুনা করেছিলাম। [৬] চরাণির স্থান পেয়ে
তারা তৃপ্ত হল, তৃপ্ত হয়ে অহংকারী হল, এজন্য
তারা আমাকে ভুলে গেছে। [৭] এজন্য আমি
তাদের পক্ষে সিংহের মত হলাম, চিতাবাঘের
মত আমি পথের পাশে অপেক্ষায় থাকব।
[৮] আমি বাচ্চা চুরি হয়ে যাওয়া ভল্লুকীর মত
তাদের সম্মুখীন হব, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করবো,
সেই স্থানে সিংহীর মত তাদেরকে গ্রাস করবো;
বনপশু তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করবে।

[৯] হে ইসরাইল, এটাই তোমার সর্বনাশ যে,
তুমি আমার বিপক্ষ, নিজের সহায়ের বিপক্ষ।
[১০] বল দেখি, তোমার বাদশাহ্‌ কোথায়, যে
তোমার সকল নগরে তোমাকে রক্ষা করবে?
তোমার কাজীরাই বা কোথায়? তুমি তো বলতে,
আমাকে বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তাদের দাও।
[১১] আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে বাদশাহ্‌ দিয়েছি,
আর ভীষণ রাগান্বিত হয়ে তাকে হরণ করেছি।
[১২] আফরাহীমের অপরাধ বোচ্‌কাতে বন্ধ, তার
গুনাহ্‌ সঞ্চিত আছে। [১৩] প্রসবকারিণী স্ত্রীর মত
যন্ত্রণা তাকে ধরবে; সে অবোধ সন্তান, উপযুক্ত

[১৩:১] কাজী ১২:১। [১৩:২] ইশা ৪৬:৬; ইয়ার ১০:৪। [১৩:৩] আইউ ১৩:২৫। [১৩:৪] ইয়ার ২:৬। [১৩:৫] দ্বি:বি ১:১৯। [১৩:৬] ইহি ২৮:৫। [১৩:৭] আইউ ১০:১৬; ইয়ার ৪:৭। [১৩:৮] ২শামু ১৭:৮। [১৩:৯] দ্বি:বি ৩৩:২৯। [১৩:১০] ২বাদশা ১৭:৪। [১৩:১১] শুমারী ১১:২০। [১৩:১২] দ্বি:বি ৩২:৩৪। [১৩:১৩] ইশা

তুলনা করুন ১:৪; ৪:২; ৫:২; ৬:৮। এর মধ্য দিয়ে অন্যদের প্রতি সহিংস আচরণ এবং নরহত্যার কথা বলা হয়েছে (১৩:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। লেবীয় ২০:১১-২৭ আয়াতের মত আরও কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে, যে খুন করে খুনের দায় তার উপরেই বর্তায়। এখানে নবী অতীতে মানুষকে রক্ষার জন্য বেহেশতী হস্তক্ষেপের সাথে এখানে বর্ণিত মানুষের উপরে আনীত বেহেশতী বিচারের তুলনাধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। *তাকে ফিরিয়ে দেবেন।* ইশা ৬৫:৭ আয়াত দেখুন।

১৩:১ আফরাহীম কথা বললে। হযরত ইয়াকুবের দোয়া অনুসারে (পয়দা ৪৮:১০-২০) আফরাহীম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিল (কাজী ৮:১-৩; ১২:১-৬; ১ শামু ১:১-৪), যার থেকে এসেছিল ইউসার মত যোগ্য নেতা (শুমারী ১৩:৮, ১৬;; ইউসা ২৪:২৯-৩০) এবং বাদশাহ্‌ ইয়ারাবিম (১ বাদশাহ্‌ ১১:২৬; ১২:২০ আয়াত দেখুন)। *আফরাহীম।* ৪:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইল।* ১২টি গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। *মারা গেল।* পাপের বেতন ছিল মৃত্যু (তুলনা করুন রোমীয় ৬:২৩) এবং জাতিটি তার শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছিল।

১৩:২ *মূর্তি।* দেখুন ৪:১২; ৮:৫-৬ আয়াত ও নোট; ১১:২। *যেসব লোক কোরবানী করে।* দেখুন লেবীয় ১৮:২১; ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১৩; ১৭:১৭; ২৩:১০; ইয়ার ৭:৩১ আয়াত ও নোট; ইহি ২০:২৬; মিকাহ্‌ ৬:৭। *চুম্বন করুক!* এখানে সম্মান প্রদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ২:১২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *বাছুরগুলো।* দেখুন ৮:৫ আয়াত ও নোট; ১০:৫ আয়াত।

১৩:৩ “সকাল বেলার মেঘ” এবং “শিশির” (৬:৪ আয়াত দেখুন), “ভূসি” (জবুর ১:৪ আয়াত ও নোট; ৩৫:৫; ইশা ১৭:১৩; ২৯:৫; সফ ২:২ আয়াত দেখুন) এবং “ধোঁয়া” (জবুর ৩৭:২০; ৬৮:২; ইশা ৫১:৬) হচ্ছে আফরাহীমের প্রতীকী রূপ, যা খুব শীঘ্র জাতিদের মধ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

১৩:৪ আমিই মিসর দেশ থেকে তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ। দেখুন আয়াত ১২:৯; হিজ ২০:২ আয়াত ও নোট। এর সাথে তুলনা করুন ইয়ারাবিমের ঘোষণা, “এই তোমাদের দেবতা” (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮)। *আর কোন আল্লাহ্‌কে তুমি জানবে না।* ২:২০; ৬:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:৫ মরুভূমি। ২:১৪; ৯:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:৬ তৃপ্ত হল। দেখুন দ্বি.বি. ৬:১০-১২ আয়াত ও নোট; ৮:১১, ১৪, ১৯; ৩২:১৮ আয়াত।

১৩:৭-৮ মাবুদ আল্লাহ্‌কে এর আগে একজন মেষপালক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল (৪:১৬), যিনি এখন হিংস্র পশুর মত তার পশুপালকে ছিন্নভিন্ন করবেন।

১৩:৭ সিংহ। ৫:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *চিতাবাঘ।* দেখুন ইয়ার ৫:৬; প্রকা ১৩:২।

১৩:৮ বাচ্চা চুরি হয়ে যাওয়া ভল্লুকীর মত। ২ শামু ১৭:৮; মেসাল ১৭:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩:৯ সহায়। দেখুন জবুর ১০:১৪; ৩০:১০; ৫৪:৪ আয়াত।

১৩:১০ তোমার বাদশাহ্‌ কোথায় ...? সাহায্য শুধুমাত্র মাবুদের কাছ থেকে আসে (জবুর ১২১:২), বাদশাহ্‌দের কাছ থেকে নয়। নবী এখানে তাঁর সময়কার অভ্যুত্থান ও প্রাসাদ ষড়যন্তের কথা বলছেন (দেখুন আয়াত ৭:৭; ৮:৪ ও নোট)। *আমাকে বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তাদের দাও।* যদিও নবী শামুয়েলের সময়ে ইসরাইলের সমস্ত মানুষেরা একজন বাদশাহ্‌ চেয়েছিল (১ শামু ৮:৫ আয়াত ও নোট দেখুন), এখানে শুধুমাত্র উত্তরের রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। ইসরাইল জাতি দাউদের বংশের বাদশাহ্‌দের তুলনায় বাদশাহ্‌ প্রথম ইয়ারাবিমকে নির্বাচন করেছিল (১ বাদশাহ্‌ ১২:২০)।

১৩:১১ এখানে ইসরাইলের উত্তর রাজ্যের বাদশাহ্‌দের কথা বলা হচ্ছে।

১৩:১২ দেখুন আয়াত ৯:৯ ও নোট; আইউব ১৪:১৭। *তার গুনাহ্‌ সঞ্চিত আছে।* দেখুন আয়াত ৭:২ ও নোট; দ্বি.বি. ৩২:৩৪।

১৩:১৩ প্রসবকারিণী স্ত্রীর মত যন্ত্রণা। তাদের অসহায়

BACIB International Bible CHURCH

সময়ে প্রসব-দ্বারে উপস্থিত হয় না।
১৪ পাতালের হাত থেকে আমি তাদের উদ্ধার
করবো, মৃত্যু থেকে আমি তাদের মুক্ত করবো।
হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়? হে
পাতাল, তোমার সংহার কোথায়? অনুশোচনা
আমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত থাকবে। ১৫ যদিও আ-
ফরাহীম ভাইদের মধ্যে ফলবান হয়, তবুও
একটি পূর্বীয় বায়ু আসবে, মাবুদের শ্বাস মরুভূমি
থেকে উঠে আসবে; তাতে তার ফোয়ারা শুকনো
হবে ও তার উৎস শুকিয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি তার
সমস্ত মনোরম পাত্রের ভাণ্ডার লুট করবে।
১৬ সামেরিয়া দণ্ড পাবে, কারণ সে তার আল্লাহ্‌র
বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছে, তারা তলোয়ারের আঘাতে
মারা পড়বে, তাদের শিশুদেরকে আছড়ে খণ্ড খণ্ড
করা যাবে, তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর
বিদীর্ণ করা যাবে।

মাবুদের কাছে ফিরে আসার আহ্বান

১৪ ১ হে ইসরাইল, তুমি তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের কাছে ফিরে এসো; কেননা
তুমি নিজের অপরাধে হোঁচট খেয়েছ। ২ তোমরা
বক্তব্য প্রস্তুত করে মাবুদের কাছে ফিরে এসো;
তাঁকে বল, সমুদয় অপরাধ হরণ কর; যা উত্তম,
তা গ্রহণ কর; তাতে আমরা ষাঁড় কোরবানীর
মত করে নিজ নিজ ওষ্ঠাধর দিয়ে তোমার
প্রশংসা করবো। ৩ আশেরিয়া আমাদের উদ্ধার
করবে না, আমরা ঘোড়ায় আরোহণ করবো না
এবং নিজেদের হাতের কাছের আর কোন বস্তুকে
আর কখনও বলবো না, 'আমাদের আল্লাহ্‌।'
কেননা তোমারই কাছে এতিম লোকেরা করুণা
পায়।
৪ আমি তাদের বিপথগমনের প্রতিকার
করবো, আমি স্বেচ্ছায় তাদেরকে মহব্বত
করবো; কেননা তার প্রতি আমার আর কোন
ক্রোধ নেই। ৫ আমি ইসরাইলের পক্ষে শিশিরের
মত হব; সে লিলি ফুলের মত ফুটবে, আর
লেবাননের মত মূল বাঁধবে। ৬ তার
তরুশাখাগুলো ছড়িয়ে যাবে, জলপাই গাছের
মত তার শোভা এবং লেবাননের মত তার
সৌরভ হবে। ৭ যারা তার ছায়াতলে বাস করে,
তারা ফিরে আসবে, শস্যের মত সঞ্জীবিত হবে,

১৩:৮।
[১৩:১৪] ইহি ৩৭:১২-১৩।
[১৩:১৫] আইউ ১:১৯; ইহি ১৯:১২।
[১৩:১৬] ২বাদশা ১৭:৫।
[১৪:১] ইশা ১৯:২২; ইয়ার ৩:১২।
[১৪:২] হিজ ৩৪:৯।
[১৪:৩] জবুর ৩৩:১৭; ইশা ৩১:১; মীখা ৫:১০।
[১৪:৪] ইশা ৩০:২৬।
[১৪:৫] পয়দা ২৭:২৮; ইশা ১৮:৪।
[১৪:৬] জবুর ৫২:৮; ইয়ার ১১:১৬।
[১৪:৭] জবুর ৯১:১-৪।

পরিস্থিতির সাথে একমাত্র প্রসবকারিণী নারীর যন্ত্রণাকেই মেলানো সম্ভব ছিল (ইশা ১৩:৮ আয়াত ও নোট; ২১:৩; ইয়ার ১৩:২১; মিকাহ্‌ ৪:৯-১০; মথি ২৪:৮ আয়াত দেখুন) যারা চেষ্টা করেও সন্তানটিকে প্রসব করতে ব্যর্থ হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩) এবং এর ফলশ্রুতিতে মৃত্যুবরণ করে।

১৩:১৪ আমি তাদের মুক্ত করবো। মৃত্যু থেকে উদ্ধার লাভের জন্য একটি ওয়াদা। *হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়?* জাতিগণের মৃত্যুকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (আয়াত ১ ও নোট দেখুন)। পৌল এই অংশটিকে পুনরুত্থানের জন্য উপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন (১ করি ১৫:৫৫)। *পাতাল।* "পাতাল" (হিব্রু শিয়োল) সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আইউব ৩:১৩-১৯; ইশা ১৪:৯-১০; এর সাথে পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:১৫ ফলবান। আফরাহীম নামটির হিব্রু উচ্চারণের সাথে মিলিয়ে এই শব্দটি এখানে বলা হয়েছে। *পূর্বীয় বায়ু।* যে বাতাস খরা নিয়ে আসে (১২:১; পয়দা ৪১:৭ আয়াত ও নোট; আইউব ১:১৯; ইশা ২৭:৮; ইয়ার ৪:১১; ১৩:২৪; ১৮:১৭) এখানে আশেরিয়ার একটি প্রতীক উপস্থাপন করা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্‌ নিজে নিযুক্ত করেছেন (ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। আশেরিয়া ৭৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর রাজ্য আক্রমণ করেছিল, এরপর ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর লোকেরা বন্দীদশায় যায়। *তার সমস্ত মনোরম পাত্রের ভাণ্ডার।* নাহূম ২:৯ আয়াত দেখুন।

১৩:১৬ সামেরিয়া। ৭:১ আয়াত ও নোট; ৮:৫-৬; ১০:৫, ৭ আয়াত দেখুন; এখানে উত্তর রাজ্য বোঝানো হয়েছে। *আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছে।* দেখুন জবুর ৫:১০; ইশা ১:২ আয়াত ও নোট; ইহি ২০:৮, ১৩, ২১। *শিশুদেরকে ... গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের।* নারী ও শিশুদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে আরও দেখুন ১০:১৪; জবুর ১৩৭:৯ আয়াত ও নোট।

১৪:১ ফিরে এসো। মন পরিবর্তনের জন্য আরেকটি আবেদন (১০:১২; ১২:৬)। এখানে বলা হয়েছে লোকদেরকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে হবে, যা ৬ অধ্যায়ের দৃশ্যপটের বিপরীত, নতুবা তারা ৪-৮ আয়াতে বর্ণিত মাবুদ আল্লাহ্‌র বিশেষ দোয়া ও রহমত লাভ করতে পারবে না (তুলনা করুন জবুর ১৩০:৭-৮; ইশা ৫৫:৬-৭)।

১৪:২ বক্তব্য প্রস্তুত করে। কেউই খালি হাতে মাবুদের সামনে আসবে না (হিজ ২৩:১৫; ৩৪:২০ আয়াত দেখুন), কিন্তু শুধুমাত্র পশু কোরবানী যথেষ্ট হবে না। একমাত্র প্রকৃত আন্তরিক অনুতাপই গ্রহণযোগ্য হবে। *নিজ নিজ ওষ্ঠাধর দিয়ে।* যেভাবে আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া কোরবানী উৎসর্গ করা হয় (দেখুন ইব ১৩:১৫ আয়াত)।

১৪:৩ নিজেদের হাতের কাছের আর কোন বস্তু। অর্থাৎ দেবতাদের মূর্তি (আয়াত ৮; ১৩:২ ও নোট দেখুন)। *এতিম লোকেরা।* অনুতাপকারী ইসরাইল (দেখুন জবুর ১০:১৪; ৬৮:৫; মাতম ৫:৩)। *করুণা পায়।* এর সাথে তুলনা করুন লো-রুহামাহ্‌ শিশুটির নাম (১:৬ আয়াত ও নোট দেখুন ; এর সাথে ২:১, ২৩ আয়াত দেখুন)।

১৪:৪ প্রতিকার করবো। ১১:৩ আয়াত ও নোট দেখুন। *বিপথগমন।* ১১:৭ আয়াত দেখুন। *আমি স্বেচ্ছায় তাদেরকে মহব্বত করবো।* এর অর্থ হচ্ছে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তিনি তাদেরকে মহব্বত করবেন (তুলনা করুন ৯:১৫ আয়াত ও নোট)। *মহব্বত।* ৩:১; ১১:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *তার প্রতি আমার আর কোন ক্রোধ নেই।* এর সাথে তুলনা করুন আল্লাহ্‌র প্রলয়ঙ্কারী ক্রোধের (আয়াত ৮:৫ দেখুন)।

১৪:৫ শিশিরের মত। শিশির এখানে ক্ষণস্থায়ী বস্তু হিসেবে প্রকাশ পায় নি (তুলনা করুন ৬:৪; ১৩:৩ আয়াত) বরং তা আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে (দ্বি.বি. ৩৩:১৩; মিকাহ্‌ ৫:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *লেবাননের মত মূল বাঁধবে।* লেবাননের এরস গাছের কথা বলা হচ্ছে। কাজী ৯:১৫; ১ বাদশাহ্‌ ৫:৬; ইশা ৯:১০ আয়াত দেখুন। *লেবানন।* জবুর ৮০:৮-১১; ১০৪:১৬-১৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪:৭ ছায়াতলে। নিরাপত্তা (দেখুন কাজী ৯:১৫ আয়াত ও নোট; সোলায়মান ২:৩; ইহি ৩১:৬ আয়াত)। *আঙ্গুরলতার মত*

আঙ্গুরলতার মত ফুটবে, লেবাননীয় আঙ্গুর-রসের
মত তার সুখ্যাতি হবে। [৮] হে আফরাহীম,
মূর্তিগুলোর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি উত্তর
দিয়েছি, আর তার প্রতি দৃষ্টি রাখবো; আমি
সতেজ দেবদারুর মত; আমার কাছ থেকেই
তোমার বিশ্বস্ততা আসে।

[১৪:৮] ইশা ৩৭:২৪।

[১৪:৯] জবুর ১১১:৭-৮; সফ ৩:৫; প্রেরিত ১৩:১০।

[৯] জ্ঞানবান কে? সে এসব বুঝবে;
বুদ্ধিমান কে? সে এসব জানা যাবে;
কেননা মাবুদের সমস্ত পথ সরল
এবং ধার্মিকেরা সেসব পথে চলে,
কিন্তু অধর্মাচারীরা সেসব পথে হোঁচট
খায়।

ফুটবে। দেখুন ১০:১; জবুর ৮০:৮-৬ আয়াত ও নোট।
১৪:৮ আফরাহীম। দেখুন ৪:১৭ আয়াত ও নোট। *সতেজ দেবদারু।* পুরাতন নিয়মের শুধুমাত্র এই আয়াতে আল্লাহ্‌কে কোন গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই রূপক চিত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ইহি ৩১:৩-৭; দানি ৪:১২ আয়াত। *সতেজ।* আফরাহীম ("ফলবান"; পয়দা ৪১:৫২ আয়াত ও নোট দেখুন) মাবুদের কাছ থেকে তার সমৃদ্ধি লাভ করেছিল (তুলনা করুন আয়াত ২:৮)।
১৪:৯ মাবুদের সমস্ত পথ। দেখুন জবুর ১৮:২১; ২৫:৪ আয়াত ও নোট। নবী হোসিয়া প্রত্যেক পাঠককে সরল পথে হাঁটা অথবা হোঁচট খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন (তুলনা করুন ৪:৫; ৫:৫ আয়াত) – অর্থাৎ বাধ্যতা বা বিদ্রোহ। *সরল।* জবুর ১১৯:১২১ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH